



হাসির গান ।

চতুর্থ সংস্করণ ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।

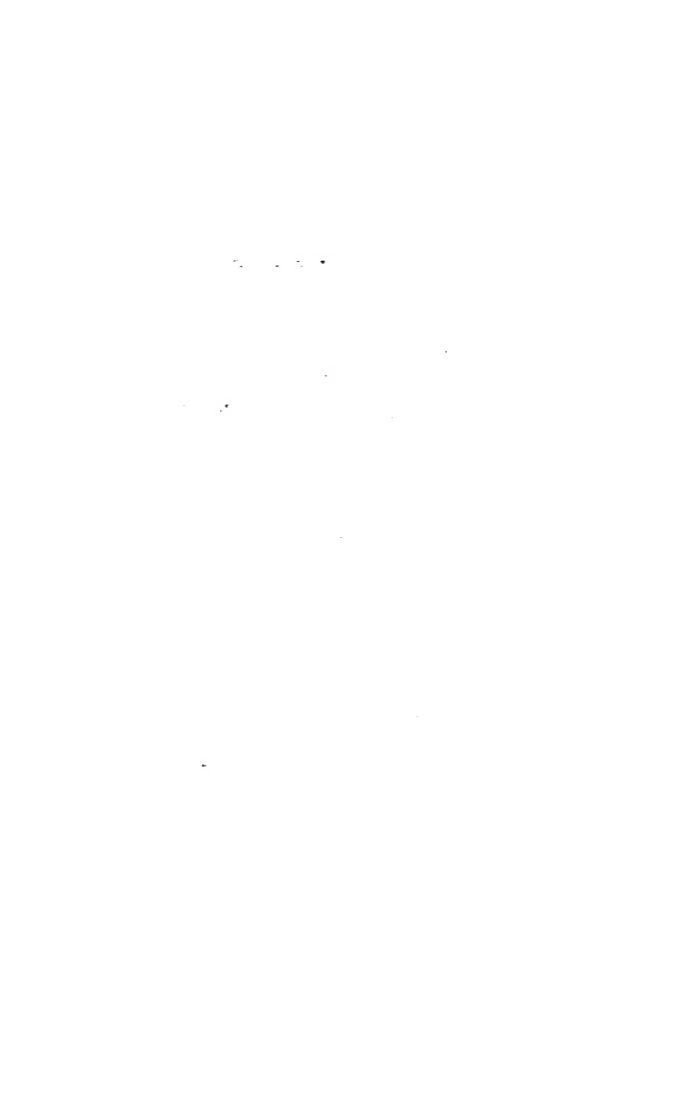
(২নং নন্দকুমার চৌধুরীর লেন । সুরধাম ।)

কলিকাতা,

৭৮ নং আমহাট স্ট্রীট, নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেসে

আবহুল গ

মূল্য ১০ আনা ম



সূচীপত্র ।

গানের নাম ।	পৃষ্ঠ
জ্ঞানসান্-বিক্রমাদিত্য সংবাদ
ইরাণ দেশের কাজি
রাম-বনবাস
ছর্কাসা
জিজিয়া কর
খুসরোজ
কালোরূপ
দশ অবতার
কৃষ্ণরাধিকা সংবাদ ...	৬
Reformed Hindus ...	১০
বিলাত ফের্তা ...	১২
চম্পাটির দল ...	১৪
নূতন কিছু করো ...	১৫
হোল কি ...	১৭
নবকুলকামিনী ...	১৮
পাঁচটি এয়ার ...	১৯
কিছু না ...	২০
যায় যায় যায় ...	২১
বলি ত হাসব না ...	২২

গানের নাম।	পৃষ্ঠা।
তা সে হবে কেন ...	২৩
এমন ধর্ম্ম নাই ...	২৪
গীতার আবিষ্কার ...	২৬
বদলে গেল মতটা ...	২৮
নন্দলাল ...	২৯
হিন্দু ...	৩১
কবি ...	৩২
চণ্ডীচরণ ...	৩৪
স্রীর উমেদার ...	৩৫
যেমনটি চাই তেমন হয় না ...	৩৭
কি করি ...	৩৯
প্রাণান্ত ...	৪০
প্রেম তব্ব ...	৪১
প্রণয়ের ইতিহাস ...	৪২
নূতন চাই ...	৪৩
নয়নে নয়নে রাখি ...	৪৪
সবই নিষ্ঠে ...	৪৪
আমরা ও তোমরা ...	৫২
তোমরা ও আমরা ...	৪৭
চাষার প্রেম ...	৪৯
বুড়োবুড়ি ...	৫০
তুমি বৃষ্টি মনে ভাব ...	৫১
বিরহ তব্ব ...	৫১

গানের নাম ।	পৃষ্ঠা ।
বিরহ যাপন	৫২
চাবার বিরহ	৫৩
অমৃতাপ	৫৪
তোমারি তুলনা তুমি	৫৫
নূতন প্রেম	৫৫
বসন্ত বর্ণনা	৫৬
বিষ্ময়বাদের বারবেলা	৫৭
বিলেত	৫৮
বর্ষা	৬০
কোকিল	৬১
শেয়াল	৬১
শালিক পাখী	৬২
বানর	৬৩
জগৎ	৬৩
পৃথিবী	৬৪
সংসার	৬৪
পূর্ণিমা মিলন	৬৫
চাঁ	৬৬
পান	৬৭
সন্দেশ	৬৭
সালসা খাণ্ড	৬৮
ভাঙ	৭০

গানের নাম।	পৃষ্ঠা।
সুরা	৭১
প্রেম পরিণাম	৭১
মস্তপ	৭১
আমি যদি পীঠে তোর ঐ	৭২
বেশ করেছো	৭৩
হতে পার্তাম	৭৪
জানে না	৭৩
ভাবনার	৭৭
ধর ধর	৭৮
বরাবরই বলে গেছি	৭৯
I thoroughly agree.	৮০
চাকরি করা হয়রাণী	৮২

হাসির গান ।

১। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ।

তানুসানু-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ ।

১

হো—বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব রত্ন ন' ভাই ;
আর, তানসান ছিলেন মহা ওস্তাদ—এলেন তাঁহার সভায় ;
অ—অর্থাৎ আস্তেন নিশ্চয় তানসান বিক্রমাদিত্যের 'কোর্টে'—
কিন্তু, হুঃখের বিষয় তখন তানসান জন্মান্নিক মোটে ।
(কোরাস) তা ধিন্তাকি ধিন্তাকি ধিন্তাকি ধিন্তাকি,
মেও এঁও এঁও ।

২

যাহোক, এলেন তানসান কলিকাতায় চোড়ে' রেলের গাড়ী ;
আর, 'ছগলি ব্রিজ' পার হোয়ে উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ী ;
অ—অর্থাৎ উঠ্তেন নিশ্চয়, কিন্তু 'বেল পুল' তখন হয় নি ;
আর, বিক্রমাদিত্যের ছিল অগ্ন রাজধানী—উজ্জয়িনী ।
(কোরাস) তা ধিন্তাকি ধিন্তাকি ধিন্তাকি,—
মেও এঁও এঁও ।

৩

যাহোক, এলেন তানসান রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদি ;
আর, নিয়ে এলেন নানা বাণ্ড—'পিয়ানো' ইত্যাদি ;—

অ—অর্থাৎ আনুতেন নিশ্চয়, কিন্তু হোল হঠাৎ দৃষ্টি,
যে হয়নিক তানসানের সময় ‘পিয়ানো’রও সৃষ্টি ।

(কোরাস) তা ধিন্তাকি ধিন্তাকি ধিন্তাকি ধিন্তাকি,—

মেও এঁও এঁও ।

৪

যাহোক, তানসান গাইলেন এমন মল্লার, রাজা গেলেন ভিজ্জে ;
আর, গাইলেন এমন দীপক, তানসান জ্বোলে উঠলেন নিজে ;—
অ—অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজ্জে, তানসান উঠতেন জ্বোলে’ ;
কিন্তু, রাজার ছিল ‘ওয়াটারপ্রফ’ ; আর তানসান এলেন চোলে’ ।

(কোরাস) তা ধিন্তাকি, ধিন্তাকি ধিন্তাকি ধিন্তাকি ;—

মেও এঁও এঁও ।

৫

হোল, সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসানের গীতি বাগ্ব ;
আর, আজও রোজ্ রোজ্ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ ;
অর্থাৎ তাঁর গানের শ্রাদ্ধ—তাঁর ত হোয়ে গেছে কবে ?
আর, তানসান মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন কোরে’ হবে ?

(কোরাস) তা ধিন্তাকি ধিন্তাকি ধিন্তাকি ধিন্তাকি,—

মেও এঁও এঁও

ইরাণ দেশের কাজী ।

আমরা ইরাণ দেশের কাজী ।

আমরা এসেছি একটা নূতন আইন প্রচার কর্তে আজি ।

যে, যা বলিবে সবই ইমামকুল, হউক মিথ্যা হউক ভুল ;—

হাসির গান ।

তোমাদের হবে বলিতে তাতেই “বাহবা, বাহবা, রা জি !”
ইমাম সবাই সত্য-প্রিয়, পার্শী মিথ্যাবাদী ;
পার্শী ইমামে বিবাদ বাধিলে, পার্শীই অপরাধী ।
পার্শী ঠেকিলে ইমাম গায়, মাথাটি বাঁচান হইবে দায় ;—
পার্শীর শির কাটিয়া লইলে, হইতে হইবে রাজি ।
আমরা সবাই দেখেছি ইমাম বিচার করিয়া সুস্থ—
ইমাম সবাই বুদ্ধিমান, আর পার্শী সবাই মূর্খ ;
পার্শীর তবে হইল রদ—ব্যতীত কুলী ও কেরানী পদ ;
হাকিম হকিম হইবে সবাই হোসেন হাসেন হাজী ।
দাদাভাই হো’ক জিজিভাই হো’ক কারসেট্জী কি মেটা—
আজ থেকে তবে ঠিক হ’য়ে গেল—সবাই সমান বেটা ;
তবে, যে বেটা বলিবে, “হাঁ হাঁ তাহোক”, সে বেটা কতক
ভুল্লোক ;
আর, যে বেটা বলিবে “তা না না না না না”, সে বেটা
বেজায় পাঞ্জী ।

রাম-বনবাস ।

একি হেরি সর্কনাশ !
রাম, তুই হ’বি বনবাস—একি হেরি সর্কনাশ !
তোরে ছেড়ে র’বে না প্রাণ—আমার ধ্রুব এ বিশ্বাস ।
একি হেরি সর্কনাশ !
যদি, নিতান্ত যাইবি বনে, সন্ধে নে’ সীতা লক্ষ্মণে,
ভালো এক জোড় পাশা, আর ঐ (ওরে) ভালো হু’জোড় তাস ।
একি হেরি সর্কনাশ !

হাসির গান ।

ওরে, আমি যদি তুই হইতাম, পোর্টমান্টর ভিতরে নিভার
বন্ধিমের ঐ খানকতক (ওরে) ভালো উপস্থাস ।

একি হেরি সর্কনাশ !

ও রাম, দেখিস্ তোর ঐ বাপ মা'কে চিঠি লিখিস্ প্রতি ডাকে,
আর মাঝে মাঝে রাত্রিকালে, (ওরে) 'পোটেটো চপ্' খাস ।

একি হেরি সর্কনাশ !

জুর্কাসা ।

পুরাকালে ছিল, শুনি,

জুর্কাসা নামেতে মুনি—

আজ্ঞানুলম্বিত জটা, মেজাজ বেজায় চটা,

দাড়ি গুলো ভারি কটা ;—

পারিত না বটে লিখিতে কবিতা মহর্ষি বাম্পীকি চাইতে ;

পারিত না বটে নায়কের মত বাজাতে নাচিতে গাইতে ;

কিন্তু ঋষি ভারি রোষে বিনা কারো কিছু দোষে,

গালি দিত খুব কোসে ;—

কোরে দিত কারো ব্যবস্থা সুন্দর নানাবিধ ভালো খাণ্ড ;

কোরে দিত কারো, বিনা বেশীব্যয়ে, পিতৃপিতামহশ্রদ্ধ ;

তার ভয়ে দিবানিশি বিকল্পিত দশদিশি—

এমনি বেয়াড়া ঋষি ;—

হাসির গান ।

জিজিয়া কর ।

পাঁচশ' বছর এমনি করে' আসছি সবে সমুদায় ;
এইট কি আর সৈবেনাক—হু'ঘা বেশী জুতার ঘায় ?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা ; দিবি হু'ঘা, দেনা বাবা !
হু'ঘা বেশী, হু'ঘা কমে, এমনি কি আসে যায় ।

তবে কিনা জুতার গুঁতো হয়ে গেছে অনেকবার,
একটা কিছু নতুন রকম কলে' হ'ত উপকার ;
ধরনা যেমন, বেটা বলে' দিলি না হয় কানটা মলে' ; —
জুতার খোঁটা খেয়ে ঘাঁটা পড়ে' গেছে সকল গায় ।

প'ড়ে আছি চরণতলায় নাকটি গুঁজে অনেক কাল ;
সৈবে সবই, নইত মাহুব, আমরা সবাই ভেড়ার পাল ;
যে যা করিস দেখিস চাচা, মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা,
শাঁসটা খেয়ে আঁশটা ফেলে দিসরে ছটো ছবেলায় ।

তোরাই রাজা তোরাই মুনিব, মোরা চাকর মোরা পর,
মনে করিস চাচা এটা তোদের বাড়ি তোদের ঘর ;
মোরা বেটা মোরা পাজি, যা বলিস তাই আছি রাজি ; —
রাজার নন্দিনী প্যারি, যা বলিস তাই শোভা পায় ।

খুসরোজ ।

১

আজি, এই শুভদিনে শুভকণ্ঠে উড়ায়ে দিই জয় ধ্বজায়,
—উপাধি পেয়েছি যা, রাখতে তা ত হলে বজায় ;

হাসির গান ।

—আমাদের ভক্তি যা এ—এযে গো মনের দ্বারে,
এখন ত উচিত কার্যা এদিক ওদিক বুঝে চলাই ;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায় ।

২

আজি, এই শুভ রাত্রি, জাগরো বাতি ঘরে ঘরে ভক্তিভাবে ;
নৈলে যে চাকরি যাবে, নৈলে যে চাকরি যাবে ।
—আমাদের ভক্তি যা এ—এযে গো পেটের দ্বারে ;
নিয়ে আয় চেরাক বাতি, নিয়ে আয় দিয়েসলাই ;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায় ।

৩

“জয় জয়, মোগল ব্যান্ন মোগল ব্যান্ন”, বলে’ ক্রোরে ডকা বাজাই ;
পাহারা ফির্ছে দ্বারে, সেটা যেন ভুলে না যাই ;
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো প্রাণের দ্বারে ;
কি জানি পিছন থেকে কখন ফাঁসি পড়ে গলায় ;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায় ।

৪

আমরা সব “রাজভক্ত রাজভক্ত” বলে’ চেঁচাই উচ্চ রবে ;
কারণ সেটার যতই অভাব, ততই সেটা বলতে হবে ;
—আমাদের ভক্তি যা এ—মানের, পেটের, প্রাণের দ্বারে ;
দেখে সে রক্ত মাঁখি, ভক্তি যা তা ছুটে পলায় ;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায় ।

৫

ভোলানাথ গুরে আছেন,—ঈশ্বর তাঁরে স্মৃখে রাখুন ;
কালী জিব মেলিয়ে আছেন, তা তিনি মেলিয়ে থাকুন ;

হাসির গান ।

শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাঁকা, থাকুন তিনি পটেই আঁকা :
আমরা সব নিয়ে শরণ যোগলদেবের চরণতলায় ;
—সাথে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায় ।

কালোরূপ ।

কালোরূপে মজেছে এ মন ।
ওগো, সে যে মিশ্ মিশে কালো,
সে যে ঘোরতর কালো,—অতি নিরুপম ।
কোকিল কালো, ভোমরা কালো,
আমরা কালো, তোমরা কালো,
মুঁচি মিল্লি ডোমরা কালো ;—
কিন্তু জানো না, কি কালো সেই কালো রঙ্,—
ওগো সেই কালো রঙ্ ।
কালী কালো, মিশি কালো, অমাবস্তার নিশি কালো ;
গদাধরের পিসি কালো ;
কিন্তু তার চেয়েও কালো সে কালো বরণ !
ওগো, সে কালোবরণ ।

দশ অবতার ।

হরি, মৎস্য অবতারে ছিলেন জলে বাসা করি',
আর, কুর্ম অবতারে পাঁকে পশিলেন হরি ।
এলেন, বরাহাবতারে, উঠে অঙ্গল ভিতরে,
আর, নৃসিংহাবতারে হ'লেম বিকাশ অর্ধ মরে ।

হাসির গান।

হলেন, বামনাবতারে নর—খাটো কিন্তু সত্য,
আর, পরশুরামেতে বীর্ষ্যে স্থাপেন রাজত্ব।
হ'লেন, রাম অবতারে হরি—প্রেমিক, ভক্ত, সং ;
আর, কৃষ্ণ অবতারে হরি রচেন গীতা 'ভগবৎ'।
আর, বৃদ্ধ অবতারে নিলেন যোগধর্ম শিখি',
আর, কঙ্কি অবতারে হরি রাখিলেন টিকী।
তবে, টিকী রাখি' কর সব জীবন সফল,
আর, একবার টিকী নেড়ে "হরি হরি" বল।

কৃষ্ণরাধিকা-সংবাদ।

কৃষ্ণ বলে "আমার রাধে বদন তুলে চাপে"
আর—রাধা বলে "কেন মিছে আমারে জালাও—
মরি নিজের জালায়"।

কৃষ্ণ বলে "রাধে ছুটো প্রাণের কথা কই"
আর—রাধা বলে "এখন তাতে মোটেই রাজি নই—
সরো—ধোঁয়ায় মরি।"

কৃষ্ণ বলে "সবাই বলে আমার মোহন বেণু"
আর—রাধা বলে "ওহো—গুনে আমি মোরে' গেশু।
আমায় ধরো ধরো"!

কৃষ্ণ বলে "পীতধড়া বলে আমার সবে"
আর—রাধা বলে "বটে! হোল মোকলাভটি তবে—
থাক আর খাওয়া দাওয়া"।

কৃষ্ণ বলে "আম্মর রূপে ত্রিভুবনটি আলো"

আর—রাধা বলে “তবু যদি না হ’তে মিব কালো—
রূপ ত ছাপিয়ে পড়ে” !

কৃষ্ণ বলে “আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা”

আর—রাধা বলে “ভুম হচ্ছে না ! এ ত ভারি জালা—
তাতে আনারই কি” !

কৃষ্ণ বলে “শুনি ‘হরি’ লোকে আমার কন্ন”

আর—রাধা বলে “লোকের কথা কোরোনা প্রত্যয়—
লোকে কি না বলে” !

কৃষ্ণ বলে “রাধে তোমার কি রূপেরই ছটা”

আর—রাধা বলে “হাঁ হাঁ কৃষ্ণ, হাঁ হাঁ তা তা বটে—
সেটা সবাই বলে” ।

কৃষ্ণ বলে “রাধে তোমার কিনা চাকু কেশ”

আর—রাধা বলে “কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ—
সেটা বলতেই হবে” ।

কৃষ্ণ বলে “রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা—”

আর—রাধা বলে “কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা—
যেন সুধা ঝরে” ।

কৃষ্ণ বলে “এমন বর্ণ দেখিনি ত কতু”

আর—রাধা বলে “হাঁ আজ সাবান মাখিনিত তবু—
নইলে আরও শাদা” ।

কৃষ্ণ বলে “তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে”

আর—রাধা বলে “এসব কথা বল্লই হত আগে—
গোল ত মিটেই যেত”

২। সামাজিক।

REFORMED HINDOOS.

যদি জানতে চাও আমরা কে,

আমরা Reformed Hindoos.

আমাদের চেনে নাকি যে,

Surely he is an awful goose ;

কেন না, আমরা Reformed Hindoos.

It must be understood

যে একটু heterodox আমাদের food ;

কারণ, চলে মাঝে মাঝে 'এ'টা, 'ও'টা 'সে'টা যখন

we choose ;

—কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি if you think,

তা'লে you are an awful goose.

আমাদের dress হবে English কি Greek

তা এখনো কর্তে পারিনি ঠিক ;

আর ছেড়েছি টিকি, নইলে সাহেবরা বলে সব

superstitious ও obtuse,

—কিন্তু টিকিতে electricity নেই if you think,

তা'লে you are an awful goose.

আমাদের ভাষা একটু quaint as you see,

এ নয় English কি Bengali,

করি English ও Bengalির খিচুড়ি বানিয়ে
conversation এ use ;

—কিন্তু একটুও ঠিক কইতে পারি if you think,
তা'লে you are an awful goose ;

মোটো তাকিয়া দিয়া ঠেস
আমরা স্বাধীন করি দেশ—

আর friends দেয় ভিতরে ইংরেজলোকে
করি খুব hate ও abuse ;

কিন্তু সাম্নে সেলাম না করি if you think,
তা হলে you are an awful goose.

আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer,
কোন ধর্মের ধারি না ধার ;

করি hoot alike the Hindoos, the Buddhists,
the Mahomedans, Christians & Jews ;—

কিন্তু ফলার ভোজে হিঁচু নই if you think,
তা'লে you are an awful goose.

About female education,
ও female emancipation,

আর infant marriage, আর widow remarriage
আমাদের খুব enlightened views ;

কিন্তু views মতে কাজ করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

You are not far wrong if you think,
 যে আমরা করি একটু বেশী drink
 কিন্তু considering our evolution এর state,
 আমাদের morals নয় খুব loose ;
 আর about morals, we care a hang if you think,
 তা'হলে you are an awful goose.

From the above দেখতে পাচ্চ বেশ,
 যে আমরা neither fish nor flesh ;
 আমরা curious commodities, human
 oddities, denominated Baboos ;
 আমরা বক্তৃতায় যুক্তি ও কবিতায় কাঁদি, কিন্তু কাজের
 সময় সব টুটু's ;
 আমরা beautiful muddle, a queer amalgam
 of শশধর, Huxley, and goose.

বিলাত ফের্তা ।

আমরা বিলাত ফের্তা ক' ভাই,
 আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ;
 তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
 করিয়াছি সব জবাই ।
 আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি',
 আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,

হাসির গান ।

আমরা চাকরকে ডাকি “বেল্লারা”—আর
মুটেদের ডাকি “কুলি” ।

“রাম” “কালীপদ” “হরিচরণ”
নাম এ সব সেকেলে ধরণ ;
তাই নিজেদের সব “ডে” “রে” ও “মিটার”
করিয়াছি নাম করণ ;

আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিষ্টার নামে র’টি,
যদি “সাহেব” না বোলে “বাবু” কেহ বলে,
মনে মনে ভারি চাটি ।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা ছাট বুট আর প্যাণ্ট কোট প’রে
সেজেছি বিলাতি বাদর ;

আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি,
আমরা পা’ ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড়ই ভালবাসি ।

আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ, পরাই ।

আমাদের সাহেবিয়ানার বাধা
এই যে, রংটা হয়না সাদা,

তবু চেঁটার জুটি নেই—‘ভিনোলিয়া’
মাধি যোজ গাদা গাদা ।

আমরা বিলেত ফেঁটা ক’টার,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই ;
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ
 সাহেব গুলোই চটাই ।

আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি,
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি ;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
 চম্পট পরিপাটি ।

চম্পটির দল ।

চম্পটি চম্পটি চম্পটি,
চম্পটির দল আমরা সবে ।

একটু মেশাল রকম ভাবে আমরা ক’জন এইছি ভবে ।
যদি কিছু দেশী রং রেখেছি সাহেবি চং ;
একটু তবু নোটভ গন্ধ, কি কর্ব তা র’বেই র’বে ।
ইংরাজীতে কহি কথা, সেটা ‘পাপার’ উপদেশ ;
ছাট্টা কোট্টা পরি কেন—কারণ সেটা সত্য বেশ ;
চক্ষে কেন চসমা লাজ ?—কারণ সেটা ফ্যাশন আজ ;—
চসমা শূত্র ছাত্র মহল, কোথায় কে দেখেছে কবে ।
বঙ্গ ভাষা কইতে শিখ’ছি, বছর দুত্তিন লাগবে আরো ;
তবে এখন কইছি যে, সে তোমরা যাতে বুঝতে পারো ;

হাসির গান ।

টেবিলেতে খাচ্ছি খানা	কারণ সে সাহেবিনানা ;
খাইবা যদি শাক চচ্চড়ি	টেবিলেতে খেতেই হবে ।
ইউরেশীয়ান ছেলে মেয়ে	তৈরি যোরা হচ্ছি ক্রমে,
এদিকেও সংখ্যান্ন বাড়ছি	বিনা কোন পরিশ্রমে ;
জানিনা কি হবে শেষে,	কোথায় বা চলেছি ভেসে ;
মান্ন-শূন্য নৌকার উপর	ভেসে যাচ্ছি ভবাবর্গে ।

নতুন কিছু করো ।

১

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করে ।
নাক গুলো সব কাটো , কাণ গুলো সব ছাটো ;
পা গুলো সব উঁচু করে, মাথা দিয়ে হাঁটো ;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাল্লি খাও, ওড়ো ;
কিন্ধা চিংপাত হয়ে—পা গুলো সব ছোড়ো ;
ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন বাইসিকলে চড়ে ,
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো ।

২

ডাল ভাতের দফা কর সবাই রফা,
কর শীগুগির ধুতিচাদরনিবারিণী সভা ;
প্যান্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে ;
ধুতি চাদর হয়েছে বে নিতাস্ত সেকলে ;
কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোস্ট চপ্ ধরো ;
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো ।

কিষা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো ;
 হিন্দুধর্ম প্রচার কর্তে আমেরিকায় ছোটো ;
 আমরা যেন নেহাইং খাটো হয়ে না যাই, দেখো,—
 খুব খানিক চেঁচাও কিষা খুব খানিক লেখো ;
 বেন, মিল ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো ।
 —নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো ।

আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের ধরে' মারো ;
 কিষা তাদের মাথায় তুলে নাচো—ভালো আরো !
 একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক ;
 বি এ, এম এ, ঘোড়সোয়ার, যা একটা কিছু হোক ।
 যা হয়—একটা করো কিছু রকম নতুনতরো ;
 —নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো ।

হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর ;
 এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির ;
 পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব ;
 মর্কে, না হয় মর্কে,—একটা নতুন হবে খুব ।
 নতুন রকম বাঁচো, কিষা নতুন রকম মরো ;—
 —নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো ।

হোল কি।

১

হোল কি ! এ হোল কি !—এ ত ভারি আশ্চর্য্যি !
 বিলেত-ফের্তী টান্ছে ছকা, সিগারেট খাচ্ছে ভাশ্চাৰ্য্যি।
 হোটেলফের্তী মুস্বেফ ডাক্ছেন “মধুসূদন কংসারি” !
 চট্ট চটির দোকান খুলে দস্তুরমত সংসারী !

২

ছেলের দল সব চন্মা পোরে বোসে আছে কাটখোটা ;
 সাহেবরা সব গেরুয়া পর্ছে, বাঙালী ‘নেক্টাইফাটকোটা ;
 পক্ষীর মাংস, লক্ষ্মীর মত, ছেলেবেলার খান্নি কে ?
 ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বস্ছেন আছিকে।

৩

পত্ন গত্ৰ লিখ্ছে সবাই, কিন্ছে না ক কিন্ছে কে’ই ;
 কাট্ছে বটে—পোকায় কিন্ছে, আলমারি কি সিদ্ধকেই।
 জহরচন্ড্র, গোকুলমাইতি বাড়্ছে লম্বা চওড়াতে ;
 বিজ্ঞারত্ন দরকার শুদ্ধ বিয়ের মন্ত্র আওড়াতে।

৪

পুরুষরা সব শুনেছে বসে’, মেয়েরা আসর জম্কাছে ;
 গাচ্ছে এমনি তালকান, যে শুনে তা’ পীলে চম্কাছে।
 রাজা হচ্ছে শিষ্টশাস্ত, প্রজা হচ্ছে জবদার ;
 মুনিব কর্ছে ‘আজ্ঞা হজুর’, চাকর কচ্ছেন ‘খবদার’।

৫

রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে নাচছেন গিয়ে আনন্দে ;
 ব্যাখ্যা কচ্ছেন হিন্দুধর্ম হরি ঘোষ আর প্রাণধন দে ;
 শাস্ত্রীবর্গ কোনই শাস্ত্রের ধরেন না এক বর্ণ ধার,
 স্ত্রীরা হচ্ছেন ভবাবর্ণবে বেশী মাত্রায় কর্ণধার ।

নবকুলকামিনী ।

ক'ট নব কুল-কামিনী ।

অঙ্ককার হইতে আলোকে চলেছি মন্দগামিনী ।

জানি জুতা, মোজা, কামিজ পরিতে ;

চেয়ারে ঠেসিয়া গল্প করিতে ;—

‘পারত পক্ষে’ উপর হইতে নীচের তলায় নামিনে ।

গৃহের কার্য্য করুক সকলে—খুড়ি, জ্যোঠা, পিসী, মাসীতে ;

আমরা সবাই, নব্য প্রথায়, শিখেছি হাসিতে কাশিতে ;

করিতে নাটক নভেল শ্রদ্ধ ;

করিতে নৃত্য, গীত, বাস্ত ;

বসিতে, উঠিতে, চলিতে, ফিরিতে, ঘুরিতে, দিবস যামিনী

ব্যবসা করিয়া, চাকরি করিয়া, অর্থ আহুক পতিরা ;

রাজি আছি, তাহা খরচ করিয়া, বাধিত করিতে সতীরা ;

বিলাতি চলন, বিলাতি ধরণ,

আমরা করিতেছি অলুপরণ ;

বেমন সভ্য স্বামীরা, তাহার চাইত যোগ্য ভামিনী ।

পাঁচটি এয়ার ।

আমরা পাঁচটি এয়ার—

আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা, আমরা পাঁচটি এয়ার ।

আমরা পাঁচটি সখের মাকি ভবসিদ্ধুখেয়ার,—

কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস—আমরা পাঁচটি এয়ার ।

দেখ, ত্রাণ্ডি মোদের রাজা, আর শ্রাম্পেন মোদের রাণী ;

আমরা করিনে কাহারে ডর, আমরা করিনে কাহারো হানি ;

আমরা রাখিনে কাহারও তকা, আমরা করিনে কাউয়ে কেয়ার ;

এ ভবমাঝে সবই ফকা—জেনিছি আমরা পাঁচটি এয়ার ।

কেন নদীর জলে কাঁদা, আর সাগর জলে মুন ?—

পাছে, মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন ।

কেন তুমি হলে নাক কবি, হলো সেক্সপীয়ার ?

আর সে সব কথা কাজ কি বলে' ;—আমরা পাঁচটি এয়ার ।

কেন দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে—বল দেখি দাদা !—

কারণ, দেবতা খেতো লাল পানি, আর দৈত্য খেত সাধা ।

এ ভবারণোর ফেরে এমন সুহৃদ আছে কে আর ?

এ জীবনের যা সার বুঝেছি—আমরা পাঁচটি এয়ার ।

মোদের দিও নাকো কেউ গালি, মোদের কোরো নাকো কেউ মানা ;

আমরা খাবনাক কারো চুরি কোরে ছদ্ম, ননী, ছানা ;

শুধু, লুট্টিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার ;

শুধু, নাচিব একটু, গাইব একটু—আমরা পাঁচটি এয়ার ।

কিছু না।

না: !—এ জীবনটা কিছু না: !
 শুধু একটা “ই:”, আর একটা “উ:”, আর একটা “আ:” !
 এ ছাড়া জীবনটা কিছুই না: !
 সবই বাড়াবাড়ি, আর তাড়াতাড়ি,
 আর কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি ;
 এসব কোরোনাক, খাসা বসে থাক,
 ভায়া, ছড়িয়ে দিয়ে পা’ ;
 —আর বল জীবনটা কিছু না: ।

কেন চটাচটি, আর রোষারোষি,
 আর গালাগালি, আর দোষাদোষী ?
 কর হাঙ্গাহাসি, ভালবাসাবাসি,
 আর বসে’, গৌফে দাও তা: ;—

ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি,
 ছেড়ে রেবারেবি কর মেশামেশি,
 ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাথামাথি,
 আর সবাইকে বল ‘বা:’ !
 —নইলে জীবনটা কিছু না: ।

এত বকাবকি, চোকরাঙ্গারান্দি,
 আর হড়োহড়ি, ঘাড়ভান্ধাভান্দি,
 প্রাণ কাজেই তাই করে ‘আই চাই’ ;—
 আর সদাই ‘বাপুরে মা: ;’

ছেড়ে কিচিমিচি, আর 'ছি ছি ছি ছি'
 আর মুহমুহ 'হায় উহ উহ',
 প্রাণের সার বাহা—কর 'আহা আহা'
 আর হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হাঃ ;

—তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ ।

যায় যায় যায় ।

ঐ যায় যায় যায়,—

পড়ে' এ কলির ফেরে, সবাই যে রে—ভেসে চুরে,
 ভেসে যায় ।

ঐ যায়—ব্রহ্মা যায়, বিষ্ণু যায়, ভোলানাথও চিং ;
 ঐ যায়—দৈত্য রক্ষঃ, দেব যক্ষ, হয়ে যায়রে 'মিথ্' ;
 ঐ যায়—রাম, রাবণ, পতিতপাবন কৃষ্ণ,
 শ্রীগোবিন্দ ভেসে ;—

আছেন এক ঈশ্বর মাত্র ; দিবারাত্র টানাটানি
 তাঁরেও শেষে ।

ঐ যায়—৮৪ নরক, সপ্ত স্বরগ—তার সঙ্গে মিশি' ;
 ঐ যায়—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃষ্যোধন, ব্যাস, নারদ ঋষি ;—
 ঐ যায়—গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা, সঙ্গে শ্রামের
 বাশরীট ;—

বৈল শুধু—আপিস, খানা, হোটেলখানা, রেল ও
 মিউনিসিপ্যালিটি ।

ঐ যার—পুরাণ, তন্ত্র, বেদ, মন্ত্র, শাস্ত্রফাল্গু পুড়ে ;

ঐ যার—গীতামন্ত্র, ত্রিরাশ্মি, হিন্দুধর্ম উড়ে ;

বৈল শুধু—গেটে, শিলার, ডাকইন, মিল, আর—

ছেলের খয়চ মেয়ের 'বিয়া' ;

বৈল শুধু—ভাষ্যার দ্বন্দ্ব, ডে'নের গন্ধ, জোলো ছুধ আর ম্যালেরিয়া ।

বলি ত হাসব না ।

বলি ত হাসব না, হাসি রাখতে চাই ত চেপে ;

কিন্তু, এ ব্যাপার নেপে, থেকে থেকে, যেতে হয় প্রায় ক্লেপে' !

সাহেব-তাড়াহত, ধতমত, অক্ষয়স্থ জীর,

ভূত-ভয়গ্রন্থ, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর ;

যবে সব কলম ধোরে, গলার জোরে, বেশোদ্ধারে ধায় ;

তখন আগার হাসির চোটে, বাঁচাই মোটে, হ'য়ে ওঠে দায় ।

যবে নিয়ে উড়ো তর্ক, শাস্ত্রীবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে ;

একটু 'গ্যানো' পড়ে' কেহ চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে ;

কোর্টে 'এক ঘ'রের' মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া ;

তখন আমি হাসি জোরে, গুফ ভরে' ছেড়ে প্রাণের মায়া ।

যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেকে প্রায়শ্চিত্ত করে ;

যবে কেউ মতিভ্রান্ত, ভেড়াকান্ত ধর্ম ভাঙ্গে' গড়ে' ;

যখন কেউ প্রবীণ শুণ্ড, মহাষণ্ড পয়েন হরির মালা—

তখন ভাই নাহি ক্লেপে, হাসি চেপে রাখতে পারে কোন্—

তা' সে হবে কেন !

১

তোমরা দেশোদ্ধারটা কর্তে চাও কি করে' মুখে বড়াই ?

তা' সে হবে কেন !

তোমরা বাক্য বাণে শুধু ফতে কর্তে চাও কি লড়াই ?

তা' সে হবে কেন !

তোমরা ইংরাজ-গোরবে ফুর বলে' চাও কি যে, সে

তোমাদের ও করপায়ে দেশটা সঁপে, শেষে

তল্লিতল্লা বেধে, নিজের চলে যাবে দেশে ?

তা' সে হবে কেন !

২

তোমরা হিন্দু-ধর্ম "প্রচার" কোরেই, হতে চাও যে ধন্ত,

—তা' সে হবে কেন !

তোমরা মূর্খ হ'য়ে হ'তে চাও যে বিশ্বে অগ্রগণ্য !

তোমরা বোঝাতে চাও হিন্দু ধর্মের অতি স্কন্ধ মর্ম—

'ভীরুতাটা আধ্যাত্মিক, আর কুড়িটা ধর্ম !'

অমনি তাই সব বুঝে যাবে যত শ্বেতচর্ম ?

—তা' সে হবে কেন !

৩

তোমরা সাবেক ভাবে সমাজটিকে রাখতে চাও যে খাড়া ;

—তা' সে হবে কেন !

তোমরা স্রোতটাকে ফিরাতে চাও যে দিয়ে মুখের তাড়া ;

—তা' সে হ'বে কেন !

তোমরা বিপ্র হয়ে ভৃত্য-কার্য্য করে' বাড়ী ফিরে,

শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে—

দলাদলি কোরে শুধু রাখ'বে সমাজটীরে ?

—তা' সে হ'বে কেন !

৪

তোমরা চিরকালুটা নারীগণে রাখ'বে পাঁচিল ঘিরে' ?

—তা' সে হ'বে কেন !

তোমরা গহনা ঘুষ্ দিয়ে বশে রাখ'বে রমণীরে ?

—তা' সে হ'বে কেন !

তোমরা চাও যে তা'রা বন্ধ থাকুক, এখন যেমন আছে,

রান্নাঘরের ঘোঁয়ায় এবং আঁস্তাকুড়ের কাছে ;

এবং তোমরা নিজে যা'বে থিয়েটীরে, নাচে ?

—তা' সে হ'বে কেন !

এমন ধর্ম্ম নাই ।

১

ঐ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, হো ! কার্ত্তিক, গণপতি—

আর দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী,—

আর শচী, উবা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, যম ;—

ঐ সবই আছে ;—হিন্দুধর্ম তবে কিসে কম ?—

(কোরাস্) ছেড়োনাক এমন ধর্ম, ছেড়োনাক ভাই ;

এমন ধর্ম নাই আর দারা, এমন ধর্ম নাই !

[বাস্ত] তড়ালাক তড়ালাক তড়ালাক ডুম্ ।

২

ঐ কৃষ্ণরাধা, কৃষ্ণের দাদা বলরাম বীর,

আর শ্রীরাম, বৃদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর ;

হ'ন নিত্য নিত্য উদয়, নব নব অবতার ;

বাস্—বেছে নেও—মনোমত যিনি হ'ন যার !—

ছেড়োনাক্ ; [ইত্যাদি]

৩

আছে বানর, কুমীর, কাঠবিড়ালী, ময়ূর, পেঁচা, গাই—

আর তুলসী, অশথ, বেল বট, পাথর—কি এ ধর্মে নাই !

ঐ বসন্ত, কলেরা, হাম—ইত্যাদি 'বেবাক্' ;

সবই রোগের ব্যবস্থা আছে—কিছু যায় নি ফাঁক ।

ছেড়োনাক [ইত্যাদি]

৪

যদি চোরই হও, কি ডাকাত হও—তা গঙ্গায় দেও গে ডুব ;

আর গরা, কানী, পুরী ষাও সে—পুণ্যি হবে খুব ;

আর মজ্জা, মাংস খাও—বা যদি হয়ে পড় শৈব ;

আর না খাও যদি বৈষ্ণব হও ;—এর গুণ কত কৈব ।

ছেড়োনাক [ইত্যাদি]

গীতার আবিষ্কার ।

১

বড়ই নিন্দা মোদের সবাই কচ্ছেঁ দিবারাতি ;
 বলছে আমরা ভণ্ড, ভীক, মিথ্যাগামী জাতি ;
 হতাশ ভাবে তক্তার উপর পড়লাম গিয়ে শু'য়ে,
 ছইটি ধারে সরল রেখায় ছড়িয়ে হস্ত হয়ে ;
 ভাবছি এটার মুখের মতন জবাব দেবো কি তা'—
 ঠেকলো হাত এক বইয়ের উপর, তুলে' দেখি গীতা !

—ওমা ! তুলে দেখি গীতা ।

২

লাফিয়ে উঠলাম তক্তার উপর 'মাটামভাবে' সোজা ;
 ছটকে পড়লো মাথা থেকে অপমানের বোঝা ।
 এবার যদি নিন্দা কর, কর্ব তাকি জানি—
 অমনি তাঁদের চ'খের সামনে ধরুঁ গীতাখানি ;
 এখন বটে অপমানটা কর্ছ মোদের বড় ;
 তবু একবার চন্দ্রবদন, গীতাখানি পড়—

একবার গীতাখানি পড় ।

৩

সকাল বেলায় আপিস্ গিয়ে গাধার মত খাটি,
 নিত্য নিত্য প্রভুর রাঙা পা' দুখানি চাটি ;
 বাড়ি ফিরে—বন্ধুবর্গ জড় হলে' খালি,
 যাদের অঙ্গে ভরণপোষণ, তাঁদের পাড়ি গালি ;

একা হোলো (হায় রে, গলায় জোটেও না দড়ি !)

বুঝি বা সে না'ই বুঝি—গীতাখানি পড়ি—

আমার গীতাখানি পড়ি ।

৪

দেখি যদি গৌরমূর্তির রক্তবর্ণ অঁপি,

অমনি প্রাণের ভয়ে 'ওগো বাবা' বলে' ডাকি ;

পালাই ছুটে উদ্ধ্বাসে, যেন বাঘে খেলে !

চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে' ;

পিতৃপুণ্যে পৌছে বাড়ী, ঘরে দিয়া চাবি,

মালা জপি এবং আমার গীতার কথা ভাবি ।

আমার গীতার কথা ভাবি ।

৫

গীতার জোরে সছে ঘুঁষি, সছে কাহ্নুটিটে,

গীতার জোরে পেটে না খাই, স'য়ে যাচ্ছে পিঠে ;

করি যদি ধাপ্পাবাজি, মিথ্যে মোকর্দ্দমা,

স'য়ে যা'বে,—গীতার পুণ্য আছে অনেক জমা ;

মাঝে মাঝে তুলনায় মনে হয় এ হেন,

মুগীর কোন্স্মীর চেয়ে আমার গীতাই মিষ্টি যেন—

আমার গীতাই মিষ্টি যেন ।

(কোরাস) গীতার মত নাইক শাস্ত্র, গীতার পুণ্যে বাঁচি—

বেচে থাকুক গীতা আমার—গীতায় ম'রে আছি ;

বাবা ! গীতায় ম'রে' আছি ।

বদলে গেল মতটা।

১

প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্মে অনাসক্ত,
 খুঁটীর এক নারীর প্রতি হ'লাম অমুরক্ত ;—
 বিশ্বাস হ'লো খৃষ্টধর্মে—ভজতে যাচ্ছি খ্রীষ্টে,—
 এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে !
 ছেড়ে দিলাম পথটা,—বদলে গেল মতটা,—
 (কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।

২

চেয়ে দেখলাম—নব্যব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে স্পষ্ট,
 চকু বোজা ভিন্ন নাইক অথ কোনই কষ্ট ;—
 কাচিৎ ভগ্নীসহ দীক্ষিত হ'ব উক্ত ধর্মে,—
 এমন সময় বিয়ে হ'য়ে গেল হিন্দু formএ !
 —ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,
 (কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।

৩

নাস্তিকের এক দলের মধ্যে মিশলাম গিয়ে সঙ্গে ;
 Hume ও Mill ও Herbert Spencer পড়তে লাগলাম সঙ্গে ;
 ভেসে যাবো যাবো হচ্চি Fowl ও Beefএর বস্তায়,
 এমন সময় দিলেন ঈশ্বর গুটিকতক কস্তায় !
 —ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,
 (কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।

৪

ছেড়ে দিলাম Herbert Spencer, Bain ও Millএর চর্চায়,
ছেড়ে দিলাম Beef ও Fowl—অন্ততঃ নিজের খর্চায় ;
বুঝি বস্তু ঘোষের কাছে হিন্দুধর্মের অর্থে,—
এমন সময় পড়ে' গেলাম Theosophyর গর্ভে !
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,
(কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায় ।

৫

সে ধর্মটার ঈশ্বর হচ্ছেন ভূত কি পরব্রহ্ম,
এইটে কর্ক কর্ক রকম কচ্চি বোধগম্য ;
মিশিয়ে ও এনেছি প্রায় 'এনি' ও বেদান্ত,
এমন সময় হ'রে গেল ভবলীলা সাক্ষ !
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,
(কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায় ।

—

নন্দলাল ।

১

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা' কোরেই হোক, রাখিবেই সে-জীবন ।
সকলে বলিল 'আ-হা-হা কর কি, কর কি, নন্দলাল ?'
নন্দ বলিল 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?'
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বেশ !

২

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা !
 সকলে বলিল 'যাওনা নন্দ করনা ভা'য়ের সেবা' !
 নন্দ বলিল 'ভায়ের জন্ত জীবনটা যদি দিই—
 না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?
 বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক ;
 তখন সকলে বলিল—হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে, তা বটে, ঠিক !

৩

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ;
 গালি দিয়া সবে গায়ে পড়ে বিছা করিল জাহির ;
 পড়িল ধন্ত দেশের জন্ত নন্দ খাটিয়া খুন ;
 লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুনায়, খায় তার দশগুণ !—
 খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ খাল খাল ;
 তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা নন্দলাল !

৪

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি :
 সাহেব আসিয়া গলাটা তাহার টিপিয়া ধরিল খালি ;
 নন্দ বলিল 'আ-হা-হা ! কর কি, কর কি, ছাড়না ছাই,
 কি হবে দেশের, গলাটিপুনিতে আমি যদি মারা যাই ?
 বল ক'বিষৎ নাকে খৎ, যা বল করিব তাহা' ;
 তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বাহা !

৫

নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির, কোথা কি ঘটে কি জানি ;
 চড়িত না গাড়ী, কি জানি কখন উল্টায় গাড়ী খানি ;

নোকা ফি সন ডুবিলে ভীষণ, বেলে-‘কলিশন’ হয় ;
 হাঁটিতে সর্প, কুকুর আর গাড়ী-চাপা-পড়া ভয় ;
 তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল ।
 সকলে বলিল—ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাণ !

হিন্দু ।

১

এবার হ’য়েছি হিন্দু, করুণাসিন্ধু গোবিন্দজীকে ভজিহে ।

এখন করি দিবারাতি ছপূরে ডাকাতি

(শ্রাম) প্রেম-সুধারসে মজিহে ।

আর মুরগী খাইনা, কেননা পাই না !

(তবে) হয় যদি বিনা খরচেই,—

আহা ! জানত আমার স্বভাব উদার,

(তাতে) গোপনে নাইক অরুচি ।

এখন ঘোষের নিকট, বোসের নিকট

(হিন্দু) ধর্মশাস্ত্র শিখি গো ।

আমি জীবনের সার করেছি আমার

(আহা) ফোঁটা, মালা আর টিকি গো ।

২

আহা ! কি মধুর টিকী, আর্ঘ্য ঋষি কি

(এই) বানিয়ে ছিলেনই কল গো ।

সে যে আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে,
 (অথচ)—চতুর্ভুজ ফল গো।
 আহা এমন কত্র, এমন নত্র,
 (আছে)—গোপনে পিছনে ঝুলিয়ে।
 অথচ সে সব একদম করিছে হহম,
 (এমনি) বিবম হজ্জমি গুলি এ!

৩

ল'য়ে ভিক্ষার ঝুলি, নির্ভয়ে তুলি
 (গুগো) ধর্মের নামে চাঁদা গো।
 দেয় হরিনাম গুনে টাকা হাতে গুণে,
 (আছে) এখনও বহুত গাধা গো!
 তবে মিছে কেন গোল, বল হরিবোল,
 (আর) রবেনাক ভব ভাবনা।
 দেখ হরির কুপায় দশজনে খায়,
 (তবে) আমরাই কেন খাব না!

কবি।

১

আমি একটা উচ্চ কবি, এমনই ধারা উচ্চ,—
 শেলি, ভিক্টর-হিউগো, মাইকেল আমার কাছে তুচ্ছ।
 আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে চমকে
 পড়েছি এ বঙ্গভূমে বিধাতার হাত চমকে।

হাসির গান ।

(কোরাস্) মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ 'কুইলের' কলম হস্তে,
কে তুমি হে মহাপ্রভু ?—নমস্তে নমস্তে ।

২

আমি লিখ্ছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্তে,
নিজেই বুঝিনা তার অর্থ, বুঝ্বে কিতা' অস্তে !
আমি যা লিখেছি এবং আজকাল যা সব লিখ্ছি ;
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক লিখ্ছি ।
মর্ত্যভূমে—ইত্যাদি ।

৩

আমার কাব্যের উপর আছে আমার অসীম ভক্তি
আমি ত লিখ্ছি না সে সব, লিখ্ছেন বিশ্ব-শক্তি ;
তাইতে আমি লিখে যাছি কাব্য বস্তা বস্তা,—
পা'বে গুরুদাসের নিকট ওজনদরে শস্তা ।
মর্ত্যভূমে—ইত্যাদি ।

৪

আমি নিশ্চয় এইছি বিষে বোঝাতে এক তত্ত্ব—
(যদিও তার নেইক বড় বেশী নূতনত্ব)
যে, ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড অখণ্ড পদার্থ,
—আমি না বোঝালে তাহা ক'জন বুঝ্বে পার্ত্ত ?
মর্ত্যভূমে—ইত্যাদি ।

৫

এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম, অল্প বড়ই গ্রীষ্ম,
তোমাদিগের মঙ্গল হউক, ভো ভো ভক্ত শিষ্য !
এখন কর গৃহে গমন নিয়ে আমার কাব্য,
আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাব্বে ।
মর্ত্যভূমে—ইত্যাদি ।

হাসির গান ।

চণ্ডীচরণ ।

১

চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থকার ;
এম্মি তিনি হিন্দুধর্মের কর্তেন মর্ম্ম ব্যক্ত ;—
দিনের মত জিনিষ হ'ত রাতের মত অন্ধকার,
জলের মত বিষয় হ'ত ইটের মত শক্ত ।

(কোরাস) সবাই বলে হাঃ হাঃ হাঃ লিখ্ছে বেশ ! হাঃ হাঃ হাঃ !
যা হ'ক তোরা নিজের নিজের ঘটিবাটি সামলা !

২

বাহির কর্তেন বোসে বোসে আরও স্তম্ভ স্তম্ভতার ;
চুলটি চিরে ছুভাগেতে কর্তেন তিনি কর্তেন ।
বুকত নাক কেউ তা কিছু, এইটেই যে দুঃখ তার—
অস্ততঃ হোত না কারও মতের পরিবর্তন ।

সবাই বলে (ইত্যাদি)

৩

তবু সে ব্যাখ্যায় এ দেশে পড়ে' গেল চিড্ ডিকার ;
লিখ্তেন তিনি অব্যবহিত অতি চাঁছা গঞ্জে ;
বোঝাতেন যে হার্বাট স্পেন্সার, ওয়েবেষ্টার কি বিড্ ডিকার,—
আছে সবই গীতার একটি অধ্যায়েরই মধ্যে ;

সবাই বলে (ইত্যাদি)

৪

রইল না কারো সন্দেহ যে সংসারটা এ রকুমারি,
 যদিও কেউ ছাড়লনাক ব্যবসা কি নকরি ;
 সাব্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝে ধর্ম মাংস রকুমারি—
 'ফাউল বিফ্ ও মটন হাম্ ইন্ অ্যাডিশন টু' বকরি ।
 সবাই বলে (ইত্যাদি)

৫

নিজের বিষয় পরকে দিয়ে হোল না কেউ ভেক্দারী,
 নিজের স্ত্রীকে সামনে কারো করে না কেউ বিশ্বাস ;
 দেখে শুনে চণ্ডীচরণ হয়ে শেবে মেক্দারী,
 কেনেন ভারি জোয়ে একটা ভারি দীর্ঘনিঃশ্বাস ।
 সবাই বলে (ইত্যাদি)

স্ত্রীর উমেদার ।

১

যদি জানতে চান্ আমি ঠিক কি রকম স্ত্রী চাই—
 কৰ্মা কি কালো কি মাঝারী রং,
 লম্বা কি বেঁটে কি ক্ষীণা, পীণা,
 দেখতে ঠিক পরী কি দেখতে ঠিক সং ;
 শোন—তা'তে আমার আসে যাবনাক অক্ষিক,
 চলতে জানে বরি বাঁচিয়ে ক'দিক,
 ভার ওপর ডাকে আমার সোহাগে,
 "পোড়ার-মুখো মিন্বে, ও হতভাগা !"

হাসির গান ।

২

কপাল এক রক্তি বা কপাল গড়ের মাঠ,
ক্র পুষ্পধনুঃ কি ক্র যষ্টিবৎ,
নীলাঙ্গনেত্রী কি সে মার্জ্জারাকী—
তা' খুব যায় আসে না, আমার এ মত ।
যদি স্বামীরে কটু সে কয়নাক বেজার,—
কথায় কথায় পিতৃগৃহে না সে যায়,
তার ওপর ডাকে আমার সোহাগে—
“পোড়ার-মুখো মিসে, ও হতভাগা !”

তা'হলে হাঃ হাঃ—সে ত সোনার সোহাগা !

৩

বিদ্বাধরা হোক্ কি কাক্রীবদোষ্ঠী,
সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক,
সুপংক্তিদস্তা কি গজেন্দ্র দংষ্ট্রী,
বংশীবৎ নাসা কি চাইনীজি নাক ;
কেবল—যদি সে করে কম তর্ক ও ক্রন্দন,
তার উপর হয় যদি সুচারু রন্ধন,—
তার ওপর ডাকে আমার সোহাগে—
“পোড়ার-মুখো মিসে, ও হতভাগা !”

তা'হলে হাঃ হাঃ—সে ত সোনার সোহাগা !

৪

গজেন্দ্র-গামী কি ভেকপ্রসক্ষী,
গাহে সে মিঠে কি ডাকে শ্বে কাক,

বিজ্ঞান বাণী কি বিজ্ঞান-রজ্জা ;
 সর্কাজ থাক কিছা নাই সে থাক ;—
 যদি রাখে না খোঁজ স্বামী খায় ভাঙ্ কি চরস্,
 ভাণ্ডার, পুত্রাদি রক্ষায় সরস,—
 তার ওপর ডাকে আমার সোহাগে—
 “পোড়ার-মুখো মিসে, ও হতভাগা !”

তা'হলে হাঃ হাঃ—সে ত সোণায় সোহাগা !

৫

বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙ্গে,
 গয়না সে কদাচিত্ হই এক খান চায়,
 খরচপত্র একটু গুছিয়ে করে,
 অন্নই ঘুমায় ও অন্নই খায় ;
 যদি তার উপর হয় একটু চলনসই গড়ন,
 আর যদি হয় একটু বোকাটে ধরণ,—
 তার ওপর ডাকে আমার সোহাগে—
 “পোড়ার-মুখো মিসে, ও হতভাগা !”

তা'হলে হাঃ হাঃ—সে ত সোণায় সোহাগা !

যেমনটি চাই তেমন হয় না ।

১

দেখ গাঁজাধুরী এই ব্রহ্মার সৃষ্টি, বিশৃঙ্খলা

বিশ্বময়—না ?

এই যখন চাই রোজ ঠিক তখন হয় বৃষ্টি, আর

যখন চাই বৃষ্টি—তা হয় না।

গীর্জা গুলি চরম ভাঙ খেতে হয় ছতরাং,
 কিবা ব্রাণ্ডী হইকি 'বিদ্যার' কিবা ভাড়ী ধাত্তেখরী
 নইলে দিন যে যায় না কি করি !

কল্পে'ন অপদার্থ ব্রহ্মা দিনটাকে কি এত লম্বা—
 আর জীবনটাকে এত ছোট যে, হুদিন যেতেই 'বল হরি' ;—
 আমার দিন যে যায় না কি করি

প্রাণান্ত ।

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত ;
 জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্ত ।
 ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, তার পরেতে যে সব কষ্ট,
 বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত ।

মানাদির পর নিত্য নিত্য ক্ষুধায় জলে' যায় পিত্ত ;
 খেতে বসলে চর্কণ কর্তে কর্তে পরিশ্রান্ত ;
 যদিই বা থাই যথাসাধ্য, খেলেই বার ফুরায়ে খাওয়া ;—
 পান্ত আনতে লবণ ফুরায়, লবণ আস্তে পান্ত ।

দিনে গা গড়াবামাত্র, বসে' মাছি সর্ব গাত্র,—
 রাত্রে মশার ব্যবহারও অভ্রত নিতান্ত ;
 তহুপরি ভার্যার অর্ধরজনীতে গমনার ফর্দ,—
 নাসিকা ডাকা পর্যন্ত নাহি হ'ন ক্ষান্ত !

কিনিলেই কোনও দ্রব্য, দাম চাহে যত অসত্য ;
 রাত্তা জুড়ে বোসে আছে পাওনাদার হৃদ্যন্ত ।
 বিয়ে কল্পেই পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বশ্য ;
 পড়া'তে আর বিয়ে দিতে হই সর্বশাস্ত ।

প্রেম বিষয়ক ।

প্রেম তব ।

তারেই বলে প্রেম—

যখন থাকে না futureএর চিন্তা, থাকে নাক shame ;—

তারেই বলে প্রেম ।

যখন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ ;

যখন past all surgery আর যখন past all hope,

তারে ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন তারি tame ;—

তারেই বলে প্রেম ।

ছপুর রাস্তির কিছা দিন,

ঝড় কি বৃষ্টি, বন্দুর—when it does'nt care a pin ;

হোক সে কক্ষৌ কিছা ম্যাম,

মুচি, মুদী, মুদকরাস, when it does'nt care a 'damn' ;

Blind কি bald, কি deaf কি dumb, কি

hunch-back কিছা lame !—

তারেই বলে প্রেম ।

সান্তার দর্প কিছা ব্যাং,

পাহাড়, বন কি বাঘ কি ভালুক,

when it does'nt care a hang ;

কাজ্জিট অহায় কিছা ঠিক্,

ঠাট্টা হোক কি নিন্দা হোক, when it dose'nt care a kick ;

মরি কিছা বাঁচি, when it is very much the same ;—

তারেই বলে প্রেম ।

প্রণয়ের ইতিহাস।

প্রথম যখন বিয়ে হোল, ভাবলাম বাহা বাহা রে !

কি রকম যে হয়ে গেলাম, বলবো তাহা কাহারে !

—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

এমনি হোল আমার স্বভাব, যেন বা খাজাখাঁ নবাব ;

নেইক আমার কোনই অভাব ; পোলাও কোন্দা কোন্টা কাবাব্,

রোচেনাক আহারে ;

—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

ভাবতাম গোলাপ ফুলের মতন ফুটে আছে প্রিয়ার মুখ,

দূরে থেকে দেখবো শুধু, শুঁকবো শুধু গন্ধ টুক্ ;

রাখবো জমা প্রেমের খাতার, ধরচ মোটে করবো না তার,

রাখবো তারে মাথার মাথার, বুঁজবো নাক আঁখির পাতার ;—

হারাই পাছে তাহারে।

—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

শক্কা হোতো প্রিয়া পাছে কখন ক'রে অভিমান,

উর্কলীর ছার পেথম তুলে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান ;

নকল নবিশ্ প্রেমের পেশায়, হ'রে রৈতুম্ বিভোর নেশায়,

প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সায়, খাণ্ডাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায় ;—

মরি মরি আহা রে !

ভাবলাম বাহা বাহা রে।

দেখলাম পরে চাঁদের করে নেহাইৎ প্রিয়া তৈরি নন,

বচন-স্বধার যায় না কুধা, বরং শেষে জালাতন,

যদি একটু দাবা খেলায়, আস্তে দেখি রাজির বেলায়,

অমনি তর্ক শুরু চেলায়, পালাই তাঁহার বকুনির ঠেলায়—

পগারে কি পাছাড়ে।

—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হলে' আরো পরিচয়,
 উর্কশীর স্তায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয় ;
 স্বয়ং শেষে মাথার রতন নেপ্টে রইলেন আঠার মতন ;
 বিফল চেষ্টা বিফল বস্তন, স্বর্গ হ'তে হোল পতন—

মচেছিলাম বাহারে ।

—ভাবলাম বাহা বাহা রে ।

মৃতন চাই ।

পুরাণো হোক ভালো হাজার,
 হার গো, এমনি কলির বাজার,
 মাঝে মাঝে নৃতন নৃতন নৈলে কারো চলে না ;
 নিত্যই পোলাও কোন্দী আহার
 বল ভাল লাগে কাহার ?
 আমার ত তা' হুদিন পরে গলা দিয়ে গলে না ।
 ছ'চার বর্ষ হ'লে অতীত,
 চাষায় জমি রাখে পতিত ;
 নইলে সে উর্করা হলেও বেশী দিন আর ফলে না ;
 নিত্যই যদি কার্য্য না পাই
 প্রাণটা করে হাঁকাই হাঁকাই ;
 যদিও ঘুমিয়ে থাকলেও কেউই কিছুই বলে না ।
 ক্রমাগত টপ্পা খেয়াল,
 ডাকে যেন কুকুর শেরাল ;
 প্রত্যহ অঙ্গুরা দেখলেও তাতে আর মন টলে না ;
 এক স্ত্রী নিয়ে হ'লে কারবার,

ঝালিয়ে নিতে হয় ছ'চায়বার—

বিন্নহ আহতি ভিন্ন প্রেমের আশুন জলে না ।

এস এস, বঁধু এস ! আধ ফরাসে বোস,

কিনিয়া রেখেছি কলসি দড়ি (তোমার জন্তে হে)

তুমি হাতী নও, ঘোড়া নও,

যে' সোয়ার হয়ে পিঠে চড়ি ;

তুমি চিড়ে নও বঁধু, তুমি চিড়ে নও,

যে খাই দধি শুড় মেখে (বঁধু হে ।)

যদি তোমায় নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি

চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে !

নয়নে নয়নে রাখি ।

নয়নে নয়নে রাখি (তাই তারে),

গা ঢাকা হন অমনি বঁধু, একটু যদি মুদি আঁথি ।

একটু যদি ফিরে তাকাই, একটু যদি ঘাড়ুটি বাঁকাই,

অমনি ওড়েল উধাও হোয়ে আমার পাণ-পিঙ্গবন পাখী !

কি জানি কে মন্ত্র দিয়ে কখন বঁধুর ঘাড়ে চড়েন,

কি জানি অঞ্চলের নিধি অঞ্চল থেকে খোসে পড়েন ;

তাই যদি তার হেলায় ফেলায় আস্তে দেরি রাত্রি বেলায়,

বোকে ঝোকে, কেঁদে কেঁটে, কুরুক্ষেত্র কোরে থাকি ।

সবই মিঠে ।

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে ।

তা, রং হোক্ মিশ্‌মিশে বা ফিট্‌ফিটে ।

মিষ্টি—প্রিয়ার হাতের গয়না গুলি, মিষ্টি চুড়ির হুঁহুনিটে ;
 যদিও সে, গয়না দিতে অনেক সময় যুঘু চরে' স্বামীর ভিঁটে' ।
 প্রিয়ার—হাতের কুণো থেকে মিষ্টি তাঁর কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে ;
 আর—সে করস্পর্শে অঙ্গে যেন দিবে যায় কেউ চিনির ছিটে !
 আহা !—প্রিয়ার হাতের কিলটিতেও মিষ্টি যেন গিঁটে গিঁটে ;
 আর—প্রিয়ার হাতের চাপড় গুলি, আহা যেন পুলিপিতে !
 আহা ! খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি প্রিয়ার হস্তের কাহুটিটে ;
 মধুর সব চেয়ে তাঁর সন্মার্জ্জনী—আহা যখন পড়ে পীঠে !

আমরা ও তোমরা ।

১

আমরা খাটায় বহিয়া আনিয়া দেই—

আর তোমরা বসিয়া খাও ।

আমরা হৃপ্তরে আপিসে ঘামিয়া মরি—

আর তোমরা নিদ্রা যাও ।

বিপদে আপদে আমরাই পড়ে' লড়ি,

তোমরা গহনা পত্র ও টাকা কড়ি

অমানিকভাবে গুছায় পাকী চড়ি'—

দ্রুত চম্পট দাও ।

২

সম্পদে ছুটে কোথা হ'তে এসে পড়,—

আহা ! যেন কতকাল চের্না ;

হাসর গান ।

তোমরা বোকানী, সেকরা, পসারী ডাক—

আর আঘাতের হয় দেনা ।

সুখেতে সোহাগে গারেতে পড়িয়া চলি’,

—নব কার্তিক আর কি !—আদরে গলি’,

‘প্রাণবল্লভ, প্রিয়তম, নাথ’ বলি’—

কৃতার্থ কোরে দাও !

৩

তোমরা অবাধে যা’ খুসি বলিয়া যাও—

ভয়ে আমরা স্তব্ধ রই ;

আমরা কহিতে পাছে কি বেকাস বলি,

সদা সেই ভয়ে সারা হই ।

কথায় কথায় ধরনী ভাসাও কাঁদি’—

আমরা যেন বা কতই না অপরাধী ;

পড়িয়া যুগল চরণ ধরিয়া কাঁদি,

তবু ফিরে নাহি চাও ।

৪

আমরা বেচারী ব্যবসা, চাকরি করি—

আর তোমরা কর গো আয়েস ;

আমরা সদাই মুনিব-বকুনি খাই—

আর তোমরা খাও গো পায়েস ।

তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত

কার্য্য করিয়া না পুরাই মনোরথ,

অবহেলে চোলে যাও নেড়ে দিয়া নথ,

অথবা মরিতে ধাও ।

হাসির গান ।

৫

আম্ৰা মাড়ির প্রতাহ অতিবাড়ে

রোজ জালাতন হ'য়ে মরি ;—

তোম্ৰা, সে ভোগ ভুগিতে হয় না, থাক

খাসা বেশ বিভ্রাস করি ।

আম্ৰা ছটাকা জোড়ার কাপড় পরি,—

তোমাদের চাই সোনা দশ বিশ ভরি,

বোধাই বারাণসী বছর বছরই,

তবু মন উঠে না ও ।

তোমরা ও আমরা ।

১

তোম্ৰা হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও স্নেহে,

(ঘরে) আমরা বন্ধ রই ;

তোম্ৰা কিরূপে কাটাও দীর্ঘ বেলা

(তাই) ভাবিয়া অবাক হই ;—

আপিসে কাটাও তামাক, গল্প শুজবে,

পরে হজগজ সাহেবকে ছটো বুঝাবে,

পরে আপনার কাগজপত্র শুছাবে

(শেষে) কোরে গোটা কত সই ।

২

ছুধের সরটি, ক্ষীরটি তোমরা খাও,

(আর) মোরা খাই তার দহি ;

হাসির গান ।

যতক্ষণটি তোমরা না বাড়ী ফেরো,

(ঘরে) মোরা উপবাসী রহি ।

তোমরা থাকিবে, আমরা বসিয়া রাখিব,

না থাকিলে দিয়া মাথার দিব্য সাধিব,

তোমরা বকিবে, আমরা বেচারি কাঁদিব,

(তাও) তোমাদের সহে কই ?

৩

তোমরা ছটাকা আনিয়া দিয়াই বাস—

(যাও) ব'সগে হাত পা' ধুয়ে ;

আমরা তা বেশ নেড়ে চেড়ে দেখি, কিছু

(তার) থাকে না ত দিয়ে ধুয়ে ।

তবু তোমাদের এমন মন্দ স্বভাবই,

তাইতেই চাই দেখানো মিথ্যে নবাবী ;

আমাদের নাই কোন বিষয়ের অভাবই

(শুধু) অন্ন বস্ত্র বই ।

৪

তোমরা সহর ঘুরিয়া বেড়াও রা'তে,

(তবু) সেটা যেন কিছু নহে ;

আমরা কাহারো সহিত কহিলে কথা,

(তাও) তোমাদের নাহি সহে ;

তোমাদের চাই মেজ্, সেজ্, খাস্-কামরা,

আমরা ধোঁয়ায় রহি না-জ্যাস্ত-না-মরা,

থিয়েটারে, নাচে যাইতে তোমরা, আমরা

(বুঝি) সে স্ক্রময় কেহ নই ।

প্রেমের সুখটি তোমরা লুক্কিতে চাও,

(তার) বাতনা আমরা সহি ;

পুহ সাধটি তোমরা করিতে আগে,

(তার) হুঃখ আমরা বহি ;

কোলে কর তারে যখন বেড়ায় খেলিয়া,

কাঁদিলেই দাও আমাদের কোলে ফেলিয়া,

ভাঙ্গিলে ঘুমটি রাত্রে কাঁদিয়া ছেলিয়া—

(তার) বকুনী আমরা সহি ।

চাষার প্রেম ।

ঐ যাচ্ছিল সে বোষেদের সেই ডোবার ধার দিগে,

ঐ আঁবগাছ গুলোর তলায় তলায় কাঁকে কলসী নিয়ে ।

সে এমনি কোরে' চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে,

আর আঁথির ঠায়ে মেরে গেল—ঠিক্ এ—এই খানে ।

তার রং বড্‌ডই ফর্সা, তারে পাব হয় না ভরসা,

তার জ'ন্তে যে কচ্ছে রে মোর প্রাণ আনচান ।

২

ও, পরণে তার ডুরে সাড়ি মিহি শান্তিপুরে ;

—ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই, শান্তিপুরে ডুরে ।

তার চক্ষু হুটি ডাগর ডাগর, যেন পটল-চেরা ;

আর গড়নটি যে—কি বলবো ভাই—সকলকার দেয়া ।

তার রং যে বড্‌ডই ফর্সা [ইত্যাদি] ।

৩

ঐ, হাতে রে তার ঢাকাই শাঁখা পারে বাঁকা মল ;
 আর মুখখানি যে একেবারে কছে ঢল ঢল ।
 তার নাকটি যেন বাঁশিপানা কপালটি একরত্তি ;
 —এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে—

আগা গোড়া সত্যি—

তার রং যে বডডই ফর্সা [ইত্যাদি] ।

৪

তার এলো চুলের কিবে বাহার—আর বলবো কিরে ;
 —তার হেঁটুর নীচে পড়েছিল—মিথ্যে বলিনি রে ;
 মুই মিথ্যে কইবা'র নোক নইরে—করিনিও ভুল ;
 ও তার হেঁটুর নীচে চুল, ও রে তার হেঁটুর নীচে চুল ।
 তার রং যে বডডই ফর্সা । [ইত্যাদি] ।

৫

তার মুখের হাঁ যে ভারি ছোট, গোল-গোল যে তার ঢং ;
 আর কি বলবো মুই ওরে লেতাই কিবে যে তার রং !
 সে এমনি কোরে চেয়ে গেল, কোরে মন চুরি,
 আর ঠিক এই জায়গায় মেরে গেল নয়ানের ছুরি ।
 তার রং যে বডডই ফর্সা [ইত্যাদি] ।

বুড়ো-বুড়ি ।

বুড়োবুড়ি দুজনান্তে মনের মিলে স্থখে থাকত ।
 বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব, বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত ।
 হ'ত যখন ঝগড়া বাঁটি, হত প্রায়ই লাঠালাঠি ;

ব্যাপার বেধে ছুটোছুটি, পাড়ার লোকে পুলিশ ডাক্ত ।
 হঠাৎ একদিন 'ছত্তোর' বলে, কোথা বুড়ো গেল চলে',
 বুড়ী তখন বুড়োর অস্ত্রে করে চক্ষু লবণাক্ত ।
 শেষে বছর খানেক পুরে বুড়ো কিরে এল ঘরে,
 বুড়ী তখন রেঁধেবেড়ে তাকে ভারি খুসি রাখত ।
 ঝগড়া ঝাঁটা গেল খেমে, মনের মিলে গভীর শ্রমে,
 বুড়ী দিত দাঁতে মিশি, বুড়ো গারে সাবান মাখত ।

তুমি বুঝি মনে ভাব ।

তোমার ভালবাসি বোলে তুমি বুঝি মনে ভাব,
 যে, তোমার চক্ষু মুখখানি না দেখিলে মোরে' যাব ?
 ঘুঘু চরবে আমার বাড়ী, উননে উঠবে না হাঁড়ি ;
 বৈছেতে পাবে না নাড়ী, এমনি, অস্তিম দশায় খাবি খাব ।
 এখানে ইস্তফা তবে, যা হবার তা হ'য়ে গেল ;
 তুমি যদি আমার ভাল না বাস ত বয়ে গেল ।
 ডাকলে তোমার পাইনে সাড়া, নেই কি কেউ আর
 তোমা ছাড়া ?
 এই গৌফ্ জোড়াতে দিলে চাড়া তোমার মত অনেক পাব ।

বিরহ-তন্ত্র ।

বিরহ জিনিসটা কি
 নাই রে নাই রে আর বুঝিতে বাকি !

যখন দাঁড়ায় আসি রামকান্ত ভূতা
 বাজার খরচ কর্দ করি' দীর্ঘ নিত্য,
 রজক আসিরা বলে কাপড় গুণিয়া লও—
 তখন কাতর ভাবে তোমাতে ডাকি ।
 যখন ঠাকুর বলে আরও তেল চাই—
 —যদিও, রন্ধনের তারতম্য তাতেও বড় হয় না ;
 ছ সের করিয়া আলু রোজই ফুরায়,
 তখন, বিরহবেদনা আর সয় না সয় না ;
 বুঝি রে তখন তব কি গুণে বকুনি সহি,
 ভুলিয়ে পৃষ্ঠের জ্বালা বিরহ-অনলে দহি,
 ভাবিয়ে তখন তোমার আসিতে চিঠি লিখি,
 পরে না হয় হবে যা এ কপালে থাকে ।

বিরহ-যাপন ।

১

তোমারই বিরহে সইরে দিবানিশি কত সই—
 এখন, ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু (আর) ঘুম পেলেই ঘুমই ।
 কি বলবো আর—পরিত্যাগ (এখন)—একেবারে চিড়ে দই—
 —রোচেনাক মুখে কিছু পাঁটার ঝোল আর লুচি বৈ ।

২

এখন সকালবেলা উঠে তাই, হতাশভাবে সন্দেশ খাই,
 কতু হৃদয় সরপুরি—আর হৃৎখের কথা কারে কই !
 হৃৎখের বারিধির আমার কোন মতেই পাইনে তৈ—
 —আবার বিরহে বুঝি (আমার) ক্ষুধা জেগে ওঠে ঐ !

(এখন) বিকেলটাও যদি হায় সর্বত্র খেয়ে কেটে যায়,
সন্ধ্যার একটু হইলি ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কৈ !
কে যেন সদাই এ প্রাণের পাকা ধানে দিচ্ছে মৈ—
(তাই) রাতে ছু চার এয়ার ডেকে (এ দারুণ)

বিরহের বোঝা বই ।

৪

(এখন) ভাবি' ও বিধুবয়ানে যুম আসে না নয়ানে,
কোন রাত্তির আর মধ্যাহ্ন ভিন্ন চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে রই ;
বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই ;—
এতদিনে বুঝলেন প্রিয়ে (আমি) তোমা বই আর কারো নই ।

চাষার বিরহ ।

১

তোরে না হেরে মোর, আন্দাজ হয় দিনে, গড়ে,
বার পঁচিশ চাঁদ-পারা ঐ মুখখানি তোর মনে পড়ে ।

যেখন মুই উঠি ভোরে—

পুবে চাই পচ্চিমে চাই কোথাও দেখিনে তোরে,
তেখন প্রাণ কেঁদে ওঠে ভেউ ভেউ করে' ।

বলতে কি—তেখন রে মোর জানটা আর থাকে না ধড়ে ।

২

যেখন গো বেলা হুকুর—

বেড়াল হয় দেখছি যেন তোরে আর সেই পানা পুকুর ;

পরে দ্যাখি শুয়ে শুখু কেলো কুকুর ;

তেখন মোর ডুকরে ডুকরে পরাণটা যে কেমন করে ।

হাসির গান ।

বিকলে নেশার বোঁকে,—

মনে হর আঁবগাছতলার যেন পরাণ দেখছি তোকে,
পরে আর, দ্যাখ্‌তি পাইনে সারা চোকে ;—
তেখন মোর গলার কাছটায় কি যেন রে এঁটো ধরে ।

৪

সান্তিরে ঘুমের ঘোরে,—

স্বপ্নে মুই আঁখি তোরে, তার পরে ঘুম ভেঙ্গে, ওরে—
উঠে ফের পড়ি মেঝের ধড়াস করে' ;
কলাগাছ পড়ে যেমন চৈত্তির কি আঁখিনের ঝড়ে ।

৫

বটে তুই থাকিস দূরে,—

থাকনা তুই পাবনা জেলায় আর মুই থাকি হাজিপুরে,
তবু জান উজান্‌ চলে ফিরে ঘুরে,—
যেথাই র'স তোরই জন্তে মোরি মাথার টনক নড়ে ।

অনুতাপ ।

এখন তাহারে আমি পেলো বে কি করি ?
হাসি কিখা কাঁদি কিখা হাতে কিখা পায়ে ধরি ?
ঘরেতে দরোজা দিয়ে বুঝি তারে বলি “প্রিয়ে,
যা হবার তা হোয়ে গেছে, এই নাকে ধং প্রাণেশ্বরি,
এমন কর্ম্ম আর কর্ণো না, এই নাকে ধং প্রাণেশ্বরি !”
বাঁধি দিয়ে বাহ ছুটি (বন্দ র আঁকড়ে পেয়ে উঠি,)

বলি "এই নেও সামনে তোমার, পাঁটা খেতে খেতে মরি,
চাওত প্রাশ্চিত্তকহলে, এই পাঁটা খেতে খেতে মরি।"

তোমারি তুলনা তুমি ।

তোমারি তুলনা তুমি চাঁদ, অকর্ম্মার ধাড়ি ।
যেমনি অঙ্গের কালোবরণ,
তেমনি কালো মুখে কালো ছাড়ি ।
যেমনি দেহখানি স্থল, বুদ্ধি তারি সমতুল ।
আবার, যেমন বুদ্ধি তেমনি বিত্তে—
যেমন গরু টানে গরুর গাড়ি ।

নূতন প্রেম ।

প্রেমটা ভারি মজার ব্যাপার প্রেমিক মজার জিনিস ।
ও সে জানোয়ারটা হাতায় পেলে, আমি ত একটা কিনি,
বোধ হয় তুইও একটা কিনিস্ ।
প্রথম মিলনেরি চূষনেতে জীয়েন্তে মরা' ;
আর হাতে স্বর্গপ্রাপ্তি তারে বন্ধেতে ধরা ;—
—মেখে ধরারে সরা (মরি হায় রে হায়)
ওরে ভাবিস কিরে এমনি গো তার থাকবে চিরদিন ! ঈস্ !
কত "ভালোবাসো" ? "ভালবাসি" । "বাসো—
কতখানি" ?
কত ছাই ভস্ম, মাখামুণ্ড, কতই না জানি ;
মিঠে মিঠে মুহু বাপী (মরি হায়রে হায়) ।

এই রকম হলে' তারে নতুন প্রেমিক বলে' চিনিস্ !
 প্রথম বিরহেতে অনিদ্রা, আর ওহো ! হা হতাশ !
 আর—আহা উহ হঁ হঁ—যেন হল যন্ত্রাকাশ ;
 ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস (মরি হাররে হার)
 শেষে বিরহেতেই হাঁপ ছেড়ে প্রাণ বাঁচবে তা দেখে নিস !
 কত "জীবনবল্লভ" "নাথ" "প্রভু" "প্রাণেশ্বর" ;
 কত "প্রিয়তমে" "প্রাণেশ্বরী" তাহারি উত্তর ;—
 লেখা লেখি নিরন্তর (মরি হাররে হার)
 এই প্রিয় সম্বোধন সব শেষে "ওগো শোন" য়ে ফিনিশ ।

৩। প্রাকৃতিক

বসন্ত বর্ণনা ।

১

দেখ্ সখি দেখ্ চেয়ে দেখ্ বুঝি শিশির হইল অস্ত ।
 বুঝিবা এবার টেঁকা হবে ভার সখিরে এল বসন্ত ।
 বহিছে মলয় আকুলি বিকুলি,
 রাস্তায় তাই উড়ে যত ধূলি ।
 —এ সময় আহা বিরহিণী গুলি কেমনে রবে জীবন্ত ।

২

ঝর ঝর ঝর কুলু কুলু কুলু বহে ঘাম সব গাত্রে,
 ভনভনে মাছি দিনের বেলায়, শশশনে মশা রাত্রে ;
 ডাকিছে কোকিল কুহ কুহ কুহ, গুঞ্জরে অলি মুহ মুহ মুহ,
 বাঁচিনে বাঁচিনে উহউহউহ হি হি হ হ হা হা হস্ত ।

৩

পতি কাছে নাই, পতি বিনা আর কে আছে নারীর সখল,
কাঁচা আঁব ছুটো পেড়ে আন সখি গুড় দিয়ে রাঁধ অখল।
হেরি যে বিশ্ব শূন্যময়, নে' খেয়ে নিয়ে শুই বিরহশরনে,
পড়িগে' অর্দ্ধ মুদিত-নরনে গোলেশকাণ্ডি গ্রহ।

৪

নিয়ে আর সখি বরফ নহিলে মন্নি এ মলয়বাতাসে,
নিয়ে আর পাখা—এলনাক পতি—আজ যে মাসের ২৭এ ;—
নিয়ে আর পান, তাস আন ছাই—বিরহের এতজালা
—মোরে' ঘাই!

দাঁড়াইরে কেন হাসিস্ লো ভাই বাহির করিয়ে দস্ত !

বিষ্যৎবারের বারবেলা।

১

পারত' জন্মনা কেউ, বিষ্যৎ বারের বার বেলা।
জন্মাও ত সাম্ভাতে পাবে'নাক তার ঠেলা।
দেখ, বিষ্যৎ বারের বারবেলায় আনার জন্ম হইল ;
তাই দিল মোরে, কালো কোরে, রোদে ধরে'
মাথিয়ে মাথিয়ে তৈল।

২

দেখে মা, কালো ছেলে, দিল ঠেলে, দিলনাক মায়ের দুধ,
কোরে দিল শরীর সফ. বুদ্ধি গরু, খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুধ।
পরে, মিলে আমার আটটা মামার—বাবার সেই আট শালায়,
হোতে না হোতে বড়, দিয়ে চড় পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়।

হাসির গান।

৩

দেখে মোর গুরুশয়র (যেন কশাই) বিদ্রোহ খাটো শরীরে,
কোরে দিল সেই ফাঁকে শরীরটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা রে।
বাবা, আমি উঁচুদিকেই বাঁড়ছি দেখে, স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল ;
দিল মোর চাকরি করে 'তারাও মোরে ছুদিন পরে তাড়িয়ে দিল।
দেখে মোরে চাকরিশূত্র, বাবা স্কুল, বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল,
দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি রস্তু, কণের দরও চোড়ে' গেল।
হায় ! গো বিধি ছুঁই সবায় তুঁই, কুঁই কেবল আমার বেলা,
সে কেবল ফেললাম বোলে জোন্মে ভুলে
বিষ্মুৎ বারের বারবেলা।

বিলেত।

১

বিলেত দেশটা মাটির সেটা সোণার রূপোর নয় ;
তার আকাশেতে সূর্য্য উঠে, মেঘে বৃষ্টি হয় ;
তার পাহাড় গুলো পাথরের, আর গাছেতে ফুল ফোটে ;—
—তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা কর্ছ নাক মোটে ;
কিন্তু এসব সত্যি, এসব সত্যি এসব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে তোমরাও বলতে তাই।

২

সেথা পুঁটিমাছে বিয়োর নাক টিয়াপাখীর ছা' ;
আর চতুস্পদ সব জন্তুগুলোর চারটে চারটে পা ;
তাদের লেজগুলো সম্মুখে নয়, আর মাথাও নয়কো পিছে ;
—তোমরা অবাক হচ্ছ, বোধ হয় ভাবছো এ সব মিছে ;

কিন্তু এ সব সত্যি এ সব সত্যি এ সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে তোমরাও বলতে তাই ।

৩

সেখা পুরুষ গুলো সব পুরুষ, আর ঐ মেয়ে গুলো সব মেয়ে ;
আর জোয়ান বুড়ো কচি, কেউ না বাঁচে হাওয়া খেয়ে ;
তাদের মাথা গুলো সব উপর দিকে, পা গুলো সব নীচে ;
— তোমরা মুচ্কি হাস্চ বোধ হয় ভাব্চ এসব মিছে ;
কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি, সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে তা'লে তোমরাও বলতে তাই !

৪

সেখা বসনভূষণ কন্মতি হ'লে স্বামীকে স্ত্রী বকে ;
আর নূতনেই প্রেম মিঠে থাকে, 'বাসি' হলেই টকে ;
আর আনন্দ হোলে হাসে তা'রা দস্ত কোরে বাহির ;
— তোমরা ভাব্ছো কচ্ছি আমি মিথ্যে কথা জাহির ;
কিন্তু এ সব সত্যি সব সত্যি সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে তোমরাও বলতে তাই ।

৫

তবে কিনা, দেশটা বিলেত, এবং জাতটা বিলিতি ;
কাজেই,—একটু সাহেবী রকম তাদের রীতি নীতি ।
আর ঐ করে শুধু সাদা হাতে চুরি ডাকাতি সে ;
আর স্বামী স্ত্রীতে বগড়া করে বিলুদ্ধ ইংলিশে ;—
এই তফাৎ, এই তফাৎ, এই তফাৎ মাত্র, ভাই,
আর আমাদের সঙ্গে তাদের বিশেষ তফাৎ নাই ।

বর্ষা ।

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্, টাপ্ ;
 বাতাসে পাতা ঝরে কুপ্ ঝাপ ;
 প্রবল ঝড় বহে—আম্র কাঁটাল সব—
 পড়িছে চারিদিকে ধুপ্, ধাপ্ ।

বজ্র কড়কড় হাঁকে ;
 গিন্নী শুয়ে বৌমাকে
 “কাপড় তোল্ বড়ি তোল্” ঘন হাঁকে ;
 অমনি ছাদের উপর ছপ্, দাপ্ ।

আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে,
 জ্বলো হাওয়া বহে বেগে,
 ছেলেরা বেরোতে না পেয়ে, বেগে,
 ঘরের ভিতরে করে ছপ্, হাপ্ ।

ছুটিল “একি হোল” ভাবি,
 উর্দ্ধলাঙ্গুল গাভী ;
 এ সময় মুড়ি দিয়ে রেকাবী রেকাবী
 কুলুরি খেতে হয় কুপ্, কাপ্ ।

বৃষ্টি নামিল তোড়ে ;
 রাস্তা কর্দ্দমে পোরে ;
 ছত্র মস্তকে রাস্তার মোড়ে
 পিছ্লে পড়ে সবে চুপ্, টাপ্ ।

ভিজছে নিরুঁম পাখী,
শালিক ফিঙে টিরা পাখী,
আমি কি করি ভেবে না পেরে, একাকী—
ঘরেতে বোসে ছাছি চুপ্ চাপ্।

কোকিল ।

আছে একটা ভারি কাল পাখী,
ও তার আছে ছোটো কাল পাখা ।
কবির তারে কোকিল বলে,
আর ফাস্তন চৈতে তার কু-অভ্যাস ডাকা ।
তার ডাক শুনে প্রাণ 'হা হতাশ' করে,
বিরহিনীরা সব আছড়ে পড়ে ;
'প্রাণকাস্ত' বিনে সে পাখীর স্বরে,
তাদের জীবনটা ঠেকে (কেমন) ফাঁকা ফাঁকা ।
ও সে পাখী বড় সৰ্কনেশে,
গোল বাধায় ফাগুণ চৈতে এসে ;
ভাগ্গিস নয় সে পাখী বারোমসে,
নৈলে মৃঙ্কিল হোতো বেঁচে থাকা ।

শেয়াল ।

ছিল একটি শেয়াল—
তার বাপ বিচ্ছিল দেয়াল ।
আম সে নিজে বসে' বেড়ে, টাকা কড়ির চিন্তা ছেড়ে—

গাচ্ছিল (উ চু দিকে মুখ কোরে)—এই পুরবীর খেয়াল ।

[তান] ক্যা ছয়া ক্যা ছয়া, ক্যা ছয়া ছয়া ছয়া, ক্যা ছয়া,
ক্যা ক্যা ক্যা—

শালিক পাখী ।

আমি একটা শালিক পাখী—

- (আমার) কাজ কর্ত্ত্ব সবই চালাকি ;
বেড়িয়ে বেড়াই চালে চালে,
(আর) গান গাই মুদিয়ে আঁধি ।
পাপিয়া গায় “পিউ” গানে ;
কোকিল জানে “কুহু” তানে ;
চাতক শ্বেফ্ “ফটিক জল” জানে ;
(আমি) কত হরেক রকম ডাকি ।
ঋপদ খেয়াল জানা আছে,
ঢালা সবই একই ছাঁচে ;
আমার মধুর গানের কাছে
(ওরে) টপ্পা কীর্ত্তন লাগে নাকি ?
বাজায় বীণা যত মূর্খ ;
বেগুর স্বরটা নেহাইৎ রুক্ষ ;
(বুক্লে না কেউ এইটেই দুঃখ !)
(হায়রে) পৃথিবীময় কেবল ফাঁকি ।
হ’য়ে পাকে কৃত্ত্ব বিজ্ঞ,
কর্লেন শেষে ব্রহ্মা বুদ্ধ
কোকিল বেণু টপ্পা সিন্ধ,—

(তাবে) হ'ল শালিক নিয়ে ছাঁকি' ।

[তান] গুনি কটুকটু কচ্কচ্ কিচিমিচি

ককো ককো ড্যাপ ড্যাপ প্রিং প্রিং—

বানর ।

১

কোথা গেল হায়, কোথা গেল হায়—সভাতার মে ভাতি রে ।

বাংলা ভারতে অল্প নিবিড় বর্ষতার রাত্তি রে ।

মানো না ক কেউ এখন—বুঝ্ছ,—সনাতন, সুন্দর ও পূজা

(বাকি বিশেষণ রহিল উহ) সভ্য বানর জাতি রে ।

২

করেনা শাস্ত্রে নব্য হিন্দু বিশ্বাস আর ত একবিন্দু

ছাড়ে না ক দুটো রস্তুাও আর বানর জাতির খাতিরে ;

কোথা থেকে আর মিলবে রস্তুা,থেয়ে ফেলে সব সাহেব শর্ম্মী

যত বর্ষর ও নিষ্কর্ম্মী সব বানর বিলাতি রে ।

৫ । দার্শনিক ।

জগৎ ।

ভূচর খেচর এবং জলচর,

দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর,

ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ;—

মাতঙ্গ কুরঙ্গ পন্নগ উরগ ভূজঙ্গ পতঙ্গ বিহগ তুরঙ্গ,

ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য যক্ষ রক্ষ পিশাচ নর ;—

যে আছে। যেখানে, তুলে ছুটি কাশে, শোন এই গানে,
 কিন্তু তার মানে, কি হোল কে জানে—
 ঘোরে জগৎ চরকার সমান, মজ্ঞ খেলেই সজ্ঞ প্রমাণ,
 এইটে নিয়ে কেন সবাই ভেবে মরে ভয়ঙ্কর।

পৃথিবী।

বাহবা ছনিয়া কি মজাদার রঙিন।
 দিনের পরে রাত্তির আসে, রেতের পরে দিন।
 গ্রীষ্মকালে বেজায় গরম, শীতকালেতে ঠাণ্ডা ;
 একের পিঠে দুইয়ে বারো, দুই আর একে তিন।
 শিয়াল ডাকে হোয়া হোয়া, আর গরু ডাকে হাধা,
 হাতির উপর হাওলা আবার ঘোড়ার উপর জিন।

সংসার।

হার মে সংসার সবই অসার, বিধির মহাচুক।
 অস্তির চাইতে নাস্তি বেশী, সৃষ্টির চাইতে শূন্য।
 বস্তা বস্তা পাপের মধ্যে কতটুকু পুণ্য ॥
 আলোর চাইতে আঁধার বেশী, স্থলের চাইতে সিদ্ধ।
 মহামৃত্যুর মধ্যে জন্ম কতটুকু বিন্দু ॥
 সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশী, ধর্মের চাইতে তন্ত্র।
 ভক্তির চাইতে কীর্তন বেশী, পূজার চাইতে মন্ত্র ॥
 ফুলের চাইতে পত্র বেশী, মণির চাইতে কর্দম।
 স্বপ্ন স্বাস্তির পরেই ভাষ্যার তর্জন গর্জন হর্দম ॥

ব্রহ্মার চাইতে বিষ্ণু বড়,—ব্রহ্মার খলি কসরী ।
 বিষ্ণুর কাছে কিন্তু আজো রাখি কিঞ্চিৎ ভয়সা ॥
 ভাষ্যার চাইতে ভর্তা বড়, ভর্তা বাড়ীর কর্তা ।
 কিন্তু রক্ষনাদি কার্যে ভাষ্যা ভর্তার ভর্তা ॥
 শক্তির চাইতে ভক্তি বড়, শক্তের নিজের শক্তি ।
 ভক্তের জন্ত শক্তি যোগান মহন্তর ব্যক্তি ॥
 পত্নীর চাইতে শ্রালী বড়, যে স্ত্রীর নাইক ভয়ী ।
 সে স্ত্রী পরিত্যজ্য ও তার কপালেতে অগ্নি ॥

৩

বাহুর চাইতে পৃষ্ঠ ভালো, ক্রোধের চাইতে ক্রন্দন ।
 দাস্ত্রের চাইতে অনেক ভালো গলে রজ্জু বন্ধন ॥
 মুক্তশত্রু বরং ভাল, নয় তা ভণ্ড মিত্র ।
 আসল প্রেমের চেয়ে ভাল কাব্যে প্রেমের চিত্র ।
 গুপ্ত প্রেমের পরিণামে আছেই আছে শান্তি ।
 বিবাহ যে করে মুখ সে যৎপরোনাস্তি ॥
 পত্নীর চাইতে কুমীর ভাল—বলে সর্বশাস্ত্রী ।
 কুমীর ধল্লৈ ছাড়ে তবু ধল্লৈ ছাড়ে না স্ত্রী ॥

পূর্ণিমা মিলন ।

এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ ।

শুধু, আছে কিছু জলযোগ আর চায়ের মাত্র আয়োজন ।
 সাহিত্যিক সব ছোট বড়, এইখানেতে হ'বে জড়,
 সবাই, আনন্দে ও ভ্রাতৃত্বাবে কর্তে হ'বে কালহরণ ।

হোকনা, ধনী গরীব বড় ছোট সবার হেথা একাসন ।
 হেথায়, যবে নাক' ঐতিহাসিক গবেষণার কোন ক্রেশ ;
 হেথায়, হবে নাক' বক্তৃতা কি যুক্তিশূন্য উপদেশ ;
 আমরা, আসিনিক আরিজুনি কোর্টে কোন বাহাদুরি,
 আমরা, আসিনিক কর্তে বিফল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন ;
 হেথায়, নাইক করতালির মধ্যে কারো আশ্র নিবেদন ।
 যাদের, আছে কিছু ভায়ের প্রতি, মাতৃভাবার প্রতি টান ;
 তাঁদের কর্তে হবে পরস্পরে প্রীতিদান প্রতিদান ।
 হেথায়, অনত্যাচ কলরবে মেলামেশা কর্তে হবে,
 — শুধুন, এটা হচ্ছে সাহিত্যিকী পৌর্ণমাসী সম্মিলন,
 — দোহাই, ধর্কেন না কেউ হোল একটু অশুদ্ধ বা ব্যাকরণ ।



৬ । আহার ও পানীয় বিষয়ক ।

চা ।

বিস্তব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশ মান চাহি না ;
 শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই ভাল এক পেয়ালা চা ।
 তার সঙ্গে যদি "টোট্ট" ডিম থাকে, আপত্তিকর নয় তা ;
 শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে
 ওগো, প্রাতে এক পেয়ালা চা ।
 স্টাম্পেন ক্লারেট পোর্ট স্তেরি আর, খাও যার খুসী যা ;
 শুধু কেড়েকুড়ে নিওনা আমার
 আহা, প্রাতে এক পেয়ালা চা ।

অসার সংসার, কেবা বল কার—দারা হুত বাপ মা ;
 এ অসার জগতে বাহা কিছু সায়—
 সে, ঐ প্রাতে এক শেরালা চা।

পান।

(হুর মিশ্র—খেমটা।)

আ রে খা লে মেরি মিঠি খিলি—
 মেরি সাথ বৈঠকে হিয়া নিরিবিলি ;
 রহা এতা দিন জীয়া—তুম্ বেকুফ নেহাইৎ !
 ইস্ খিলি নেহী খায়া, ক্যা সরমকা বাৎ !
 ছনিয়া পর আ' কন্ তভ্ কিয়া কোন কাম ?
 আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ! আরে রাম ! রাম ! রাম !
 ইস্মে খোড়িসি গুয়া আওর চুনা খুস্বো ;
 কেয়া কৎ, বছৎ কিসিমকা মশেলা হো।
 বে ফয়দা জান, যো ইসি খিলি নেই খায় ;
 আয়ে তু ! তু ! তু ! আরে হায় ! হায় ! হায় !

সন্দেশ।

সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচূর রসকরা সরপুয়িয়া ;
 গড়েছ কি নিধি, দরাময় বিধি ! কতনা বুদ্ধি করিয়া।
 যদি দাও তাহা খালি—আঃ !
 মদীয় বদনে ঢালিয়া ;—
 কোথায় লাগে বা কুর্মা কাষাব, কোথায় পোলাউ
 কালিয়া ;—

হামির গান ।

- উহ, খাই তাহা হলে চক্ষু মুদিয়া, চিং হইয়া, না নড়িয়া ।
আহা, কীর হোত যদি ভারত জলধি, ছানা হ'ত যদি হিমালয়,
আহা, পারিতাম পিছু করে নিতে কিছু সুবিধা হয়ত মহাশয় ;
অথবা দেখিয়া গুনিয়া
বেড়াতাম গুণ গুনিয়া,
আহা, ময়রা দোকানে মাছি হয়ে যদি—কি মজারি হত ছনিয়া ;
আহা, বেজায় বেদম বেমানুম তাহা খাইতাম হয়ে 'মরিয়া' ।
ওহো, না রাখিত বাঁধি' সন্দেশ আদি, সংসারে এই সমুদয়,
ওহো, হয়ে মুনি ঋষি, ছুটে কোন্ দিশি, যেতাম হয়ত মহাশয় !
পেলাম না শুধু—হরিছে !
—খাইতে ছদয় ভরিয়ে ;—
ওহো, না খেভেই যায় ভরিয়ে উদর, সন্দেশ থাকে পড়িয়ে ;
ওহো, মনের বাসনা মনে রয়ে যায়, চখে বহে' যায় দরিয়া !

“সালসা খাও ।”

দেশটা দেখ যাচ্ছে ভরে' স্নেহ আর নাস্তিকে,
হচ্ছে সব তুল্য পাপী, দিচ্ছে কারে শান্তি কে ;
মান্ছে না কেউ শাস্ত্রগত মিথ্যাও কি সত্যও ;—
ধর্ম যদি রাখতে চাও, প্রত্যাষেতে প্রত্যহ

সালসা খাও ।

ছুর্ভিক্ষে খাত্তাভাব দেখলে দুর্কৎসরে,
নাইক যবে মাংস আর ধাত্ত আর মৎস্ত রে ;
পাচ্ছনাক কোথা কিছু খাত্তনামগন্ধেও,

বাঁচতে চাও ?—বাঁচবে তবে,—নাইক কোন সন্দেহ ;—
সালসা খাও।

কতাদায়ে বিব্রত যে কচ্ছে মেয়ে পক্ষকে,—
সম্বন্ধ হচ্ছে যেন খাণ্ড আর ডক্ষকে ;—
কত্না বড় দেখলে যবে নিন্দা করে নিন্দুকে,
শূত্র সম দেখবে যবে সংসারেও সিদ্ধকে,—
সালসা খাও।

ছাত্রগুলো রকালয়ে কচ্ছে 'কোকেন' চর্কনাশ,
চর্চা অভিনেত্রী নিয়ে কচ্ছে—যে সে সর্কনাশ !
বিদ্যালয়ে দিচ্ছে ফাঁকি !—কিছু ভেবে পাচ্ছ না,
পুত্র নিয়ে কর্কে যে কি ?—সালসা কেন খাচ্ছ না ?—
সালসা খাও।

সালসা খাও, বসবে হয়ে' উচ্চ মণিমঞ্চবান্ ;
বিজ্ঞা হবে পঞ্চানন ও মূর্ত্তি হবে পঞ্চবাণ ;
শত্রু দলে কমবে, শ্রালীসংখ্যা দলে বাড়বে খুব
ভার্যাসনে স্বন্দরণে গাত্রজোরে পারবে খুব ;
সালসা খাও।

[কোরস]

সালসা খাও, ভগ্নী ভাই, বন্ধু, গুরু শিষ্যে,
সালসা খাও, রাত্রিদিবা, বর্ষায় কি গ্রীষ্মে,—
সালসা খাও।

হাসির গান ।

ভাঙ ।

আমরা—ভাঙ খেয়ে হরে আছি চুর ।
যাচ্ছি চলে'—সশরীরে—যাচ্ছি চলে' মধুপুর ।
সুন্‌ছি বসে' নিশিদিন, কানের কাছে বাজ্ছে বীণ ;
খাচ্ছে বত অর্ধাটীন—ঐ গাঁজা গুলি 'চরস' ;
সস্তা হোক না, তার চেয়ে ভাঙ—লক্ষগুণে সরস ;
নেশার রাজা সিদ্ধি, যেমন মণির মধ্যে কহিছুর ।

ভাঙ খেয়ে হরে আছি চুর ।

লিখে গেছেন পুরাণকর্তী 'স্বয়ং ভোলা খেতেন ভাঙ' ;
খেতেন তা, হয় ভোলা, কিবা পুরাণ কর্তাই, স্মতরাং ।
জানে শুদ্ধ সিদ্ধিখোর, জেগে জেগে ঘুমের ঘোর ;
বেশী খেলেই নেশায় ভোর ; আর অন্ন খেলেই তাহা—
—আর কি—বসে' হাস্ত কর—হাঃহা হাঃহা হাঃহা ;
হোকনা কেন ফকির, ভাবে 'আমি রাজা বাহাছুর' ।

ভাঙ খেয়ে হরে আছি চুর ।

সুরা ।

এ জীবনে ভাই একটুকু যদি বিমল আমোদ চাও রে—
তালে', মাঝে মাঝে—মাঝে, মনরে আমার, ঢুকু ঢুকু ঢুকু খাওবে
এই, ভব মরুভূমে সুরা জলাশয়, ঝড়ে সুরা পাকাবাড়ী ;
আর, মজারূপ বারাগসীতে বাইতে—সুরাই রেলের গাড়ীয়ে ;
এই, জীবনটা ঘোর মেঘলা এবং গৃহিণীটি ঘোর কালো ;
এই, ভবরূপ ঘোর অন্ধকারে এ সুরাই একটু আলো রে ।

আহা, হৃদিরূপ এই বাক্স খুলিতে সুরাই একটি চাবী ;
 আর, বোতল খুলিলে খুলিবে হৃদয়—তা অবশ্যস্তাবী রে !—
 কোন, থাকিবে না ভেদ পাশাপাশি, হিতাহিতবোধ—সেটা ;
 আর, শিকল ছিঁড়িয়া বেরিয়া পড়িবে কামক্রোধ ছুই বেটারে ।
 তখন, থাকিবে না কোন চকুলজ্জা, রবে না কারো ওয়াস্তা,
 আর, হবে পরিকার সুরশ্রবণত চুলোর যাবার রাস্তারে ;
 এই, শোক পরিতাপ মাঝে যদি চাও সে মহানন্দ কিঞ্চিৎ,
 তবে, মাঝে মাঝে মন, কোরো রসনারে সুরাসুধারসে সিঞ্চিত,
 বাবা ।

(নানাবিধ)

প্রেম পরিণাম ।

যে পড়ে প্রেমেরি ফাঁদে,

(একদিন সে জন কঁাদেই কঁাদে)

প্রথমে হৃদয় ভারি হাসি, পরে গভীরভাবে কাশি,
 শেষে গলে টান লাগে ফাঁসি (রকম) ভারি গোলযোগ বাধে ।

প্রথমে মাথার তুলে নাচি, পরে ঘেঁষিনাক কাছাকাছি,
 শেষে ছেড়ে দেয়া কেঁদে বাঁচি (রকম) সোনামণি কালাচাঁদে ।

মন্তব্য ।

আমি বুঝি সং ?

তোমরা যে সব হাসছো দেখে আমার বেজার নতুন ঢং ।

ভাবছো আমার টলছে পা ?—মিথ্যে কথা—মোটাই না,—

হাসির গান ।

(শুধু) ফেলছি চরণ নতুন ধরণ, বাহির কচ্ছি রং বেরং ।

আবোল তাবোল বক্ছি আমি কি ?

ইচ্ছে কোরে শুদ্ধভাষা শুছিয়ে বলছি নি,—

বোসে রৈলাম হোয়ে গৌ, (কোচ্ছে মাথা ভোরু-ভেঁ।)

তোমরা বত হাস্ছো তত হচ্চি আমি য়েগে টং ।

আমি যদি পীঠে তোর ঐ ।

আমি যদি পীঠে তোর ঐ, লাথি একটা মারিই রাগে ;

—তোর ত আস্পর্ক বড়, পীঠে যে তোর বাধা লাগে ?

আমার পায়ে লাগলো সেটা,—কিছুট বুঝি নয়কো বেটা ?

নিজের জ্বালাই নিয়ে মরিস, নিজের কথাই ভাবিস্ আগে !

লাথি যদি না খাবি ত' জন্মেছিলি কিসের জন্তে ?

আমি যদি না মারি ত', মেরে সেটা যাবে অন্তে !

আমার লাথি খেয়ে কাঁদা,—জ্বাকামি নয় ? শূয়োর গাধা !

—দেখছি যে তোর পীঠের চামড়া ভরে' গেছে জুতোর দাগে !

আমার সেটা অহুগ্রহ—যদি লাথি মেরেই থাকি ;—

লাথি যদি না মার্তাম ত'—না মার্তেও পার্তাম না কি ?

লাথি খেয়ে ওরে চাষা ! বরং রে তোর উচিত হাসা,—

যে তোর কথাও মাঝে মাঝে, তবু আমার মনে জাগে ।

বরং উচিত—আগে আমার পায়ে হাত তোর বুলিয়ে দেওয়া ;

পরে ধীরে ধীরে নিজের পীঠের দাগটা মুছে নেওয়া !

—পরে বলা ভক্তি ভরে,—‘প্রভু ! অহুগ্রহ করে,

পৃষ্ঠেত ঘেরেছো—লাথি মারো দেখি পুরোভাগে !

—দেখি সেটা কেমন লাগে ।’

পারিশিষ্ট ।

(একাধিক ব্যক্তিদ্বারা গায়)

বেশ করেছে।

রাজা । কালিচরণ কর্তৃ বড় বীরস্বেরই বড়াই,

পারিষদবর্গ ।—বুঝি গাঁজায় দিয়ে দম—

রাজা । দেখলে সে দিন আমার সঙ্গে কর্তে এল লড়াই ;

পারিষদবর্গ । বেটার আশ্পর্কি নয় কম ।

রাজা । আমি বললাম তবে রে বেটা আয়না দেখি তবে রে বেটা

—পরে যখন ধোরে আমার কোরে দিল জুতোপেটা ;

দেখলাম, বেটা আমার হাতে মরে বুঝি এবার—

যোগাড় করেও তুলেছিলাম ছই এক ঘা দেবার ।

বেটা ত সে খোঁজ রাখে না,

রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না,

কিন্তু রাগটা সামলে গেলাম অনেক কষ্টে সেবার ।

পারিষদবর্গ । বেশ করেছে বেশ করেছে, নহিলে অন্ততঃ

একটা খুন খারাপি হ'ত, একটা খুন খারাপি হ'ত ।

রাজা । কেদার বেটা সাধু বোলে সহরে ঢাক পেটায়,

পারিষদবর্গ । হেঁ হেঁ বেটা আদত চোর ।

রাজা । নিইছিলাম তার হাজার টাকা চাইতে এল সেটায় ;

পারিষদবর্গ । বেটা বোধ হয় গুলিখোর ।

রাজা । আমি বললাম তবে রে বেটা, আয়না দেখি তবে রে বেটা ;

কে কে কে তোর টাকা জানে, তো তো তো তোর সাক্ষী কেটা ?

কর না গিয়ে মকর্দমা—*I dont care a feather.*

মুখখানি ত চুণটি কোরে ফিরে গেল কেদার।

টাকা নিয়ে কর্কে সে কি ? টাকা গুলো সব শেষে কি

গাঁজা গুলি খেয়ে, বেটা উড়িয়ে দেবে দেদার ?

পারিষদবর্গ। বেশ করেছো বেশ করেছো সে টাকা নিশ্চিত,

বেটা সব উড়িয়ে দিত, বেটা সব উড়িয়ে দিত।

রাজা। নিত্যানন্দ, বিদ্বান্ বোলে কর্তে চায় সে প্রমাণ ;

পারিষদবর্গ। সে কি আবার একটা লোক !

রাজা। কর্তে এল তর্ক সে দিন আমার সঙ্গে সমান,

পারিষদবর্গ। বেটা নিরেট আহাম্মক।

রাজা। আমি বল্লাম তবে রে বেটা, আয়না দেখি তবে রে বেটা,

আমি একটা philosopher, গাধা শুয়র জানিস সেটা,

বলে হুধা পীঠে লাঠি বসিয়ে দিলাম চটাং,

লাঠি খেয়ে পড়ে গেল বেটা ত চিৎপটাং।

আমার সঙ্গে সে পারে কি,

তর্কের বেটা ধার ধারে কি,

তখন তর্কে হার মেনে সে পালিয়ে গেল সটাং।

পারিষদবর্গ। বেশ করেছো, বেশ করেছো, তর্কেতে বস্তুত

সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো, সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো।

হ'তে পার্তাম।

রাজা দেখ' হোতে পার্তাম্ নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর—

কিন্তু গোলা গুলির গোলে কেমন মাথা রয়না স্থির ;

'মায় ঐ বায় দটার গন্ধ কেমন করি না পছন্দ ;
 ঝার সঙ্গীন খাড়া দেখলেই মনে লাগে একটা ধন্দ ;
 খোলা ভরোয়াল দেখলেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্বন্দ ;
 তাই বাক্যে বীরই হোয়ে রৈলাম আমি চটে' মটেইত—
 তা নইলে খুব এক বড়—

পারিষদবর্গ । হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত ।

রাজা । দেখ হোতে পার্ত্তাম্ আমি একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ—
 কিন্তু "গবেষণা" শুনলেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত ;
 আর দেশটাও বেজায় গরম, আর বিছানাও বেশ নরম,
 আর তাও বলি প্রেমসীর সে হাসিটুকু চরম ।
 আর তাঁকে চর্চা কল্পেও একটু কাজও দেখে বরং ।
 তাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হোয়ে রৈলাম আমি চটে' মটেইত,—
 তা নইলে বেশ এক বড়—

পারিষদবর্গ । হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত ।

রাজা দেখ হোতে পার্ত্তাম্ নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি—
 কিন্তু লিখতে বসলেই অক্ষর গুলো গরমিল হয় যে সবই ;
 আর ভাষাটাও, তা ছাড়া, মোটেই বঁেকে না, রয় খাড়া ;
 আর ভাবের মাথার লাঠি মার্জেও দেয়নাক সে সাড়া ;
 ছাই হাজারই পা ছুলোই, গোঁকে হাজারই দেই চাড়া ;
 তাই নীরব কবি হোয়ে রৈলাম আমি চটে' মটেইত,—
 তা নইলে খুব এক উঁচু—

পারিষদবর্গ । হাঁ তা বটেই তা বটেই ত ।

রাজা । দেখ হ'তে পার্ত্তাম্ রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ—
 কিন্তু কিছ দাঁড়াইলেই হয় স্মরণশক্তি অবাধা স্ত্রীর মত ;
 আর মুখস্থ সব বুলি এমন বেজায় যায় সব বুলিয়ে ;

হাসির গান।

আর সুযোগ পেয়ে কখে দাঁড়ার বিদ্রোহী ভাব গুলি হে ;
তা হাজার কাশি, আদর করি দাড়িতে হাত বুলিয়ে,
তাই রইলাম বৈঠকখানাবন্ধ আমি চটে' মটেইত ;—
তা নইলে খুব এক ভারি—

পারিষদবর্গ । হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত ।

রাজা । দেখ কমতাটা ছিল নাক সামান্য বিশেষ ;
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চোলে যেতাম বেশ ;
হতাম পেলে সুযোগও বুঝি একটা যেও সেও
ওই কেষ্ঠ বিষ্টুর মধ্যে একটা হতাম নিঃসন্দেহ ;
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটা আমায় দিলে নাক' কেহ ;
তাই যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম আমি চটে' মটেইত ;—
তা নইলে—বুঝলে কি না,—

পারিষদবর্গ । হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত ।

জানে না ।

সকলে । { ছ্যাঃ আর ভালো লাগে নাক প্রত্যহই একঘেয়ে,
মেউ মেউ করা যত সব বাঙ্গালির মেয়ে ।

উমেশ । না জানে নাচতে, না জানে গাইতে,—

রমেশ । না জানে সৌখীনরকম চক্ষু তুলে চাইতে—

পরেশ । সভ্যরকম হাসতে—

সুরেশ । সভ্যরকম কাশতে—

সকলে । জানে না ;—

উমেশ । বিদ্বাবত্তায় একটি একটা হস্তিমূর্খ যেন ;

- রমেশ । না পড়েছে Shakspeare না পড়েছে Ganot ;
 পরেশ । Hockey Tennis খেলতে,—
 সুরেশ । দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলেতে,—
 সকলে । জানে না—
 উমেশ । Adam Smith এর political economy জানে না
 রমেশ । Malthus এর theory of population মানে না ;
 পরেশ । সাড়ী ঘুরিয়ে পরতে—
 সুরেশ । Bicycle এ চড়তে—
 সকলে । জানে না—
 উমেশ । Huxley Tyndall, Spencer, Mill এর ধার ও
 ধারে নাক—
 রমেশ । Dynamics এর একটা আঁকও করতে পারে নাক—
 পরেশ । উল বোনা শিখতে—
 পরেশ । নাটক নভেল লিখতে—
 সকলে । জানে না ।

ভাবনায় ।

- উমেশ । হাঁ হাঁ মশর আমরা সবাই পড়েছি এক ভাবনায়—
 রমেশ । ভেবে দেখলাম আমাদের আর বেঁচে কোনই লাভ
 নাই ।
 পরেশ । মনে ভাবি হুঃখ, জীরা গণ্ডমূর্ধ—
 সুরেশ । ইচ্ছা হয় যে দৌড় মারি কটকে কি পাবনায় ।

ধর ধর ।

ইন্দুমতী । সখি ধর ধর ।

সরোজিনী । কেন কেন সখি এভাবে নিরখি, কেন কেন তুমি
এমন কর ?

ইন্দুমতী । বসন্ত আসিল শীত অন্ত করি'—

সরোজিনী । সে যে ছিল ভালো, এবে যেমে মরি—

ইন্দুমতী । ডাকিছে কোকিল—

সরোজিনী । উড়িতেছে চিল

ডাকে কাঁকা কাক মধুরধর ।

ইন্দুমতী । গুঞ্জরিছে অলি কুশুমের পাশে—

সরোজিনী । আমাদের তাতে ভারি যার আসে !

ইন্দুমতী । বহিছে মলয় ধীরে—

সরোজিনী । মিছে নয়, উড়ে ধূলা তাই প্রবল তর !

ইন্দুমতী । ঘোবন জাগার অলি অহর্নিশ,—

সরোজিনী । ঘোবন কি বল পার হোরে ত্রিশ !

ইন্দুমতী । কি করি কি করি—

সরোজিনী । আহা মরি মরি !

ইন্দুমতী । উহ উহ সখি—

সরোজিনী । না যাও নয় ;

ইন্দুমতী । বল বল সখি কি করিব আমি ?

সরোজিনী । না ভালো লাগেনা তোমার শ্রাকামি ।

ইন্দুমতী । সখি কোথা শ্রাম আমি যে মোলাম ;—

সরোজিনী । মর তা একটু সরিরা মর ।

বন্নাবরই বলে গেছি ।

বন্নাবরই বলে গেছি ;

যে আহার এবং নিদ্রাই সার, অল্প সবি (তত্ত্ব) অল্প সবই

মিছি মিছি ।

ঠ্যাং ভাঙ্লে বা হলে জখম

দেখবে সবাই একই রকম ;

ছেড়েদিলেই বকম বকম, গলাটীপে (দেখবে সব) গলাটীপে

ধজে চিঁ চিঁ ।

আছে শুধুই উড়ে বেয়ারা, আর ঐ শুধু আছে ঢেঁকি—

যারা শত পদাঘাতে বলে “আবার মার দেখি” ;

যা হোক যায় বা আসে কি কার

এটা কর্তে হবেই স্বীকার

যাঁদের যতই কচি বিকার, তাঁরাই তত (আবার সব)

তাঁরাই তত করেন ছি ছি !

পৃথিবীতে জর ও যক্ষ্মা শূল ও সর্দি, কাশি, হাঁচি,

এরি মধ্যে কাম্বুকেশে কোন রূপে টাঁকে আছি ;

গ্রীষ্মকালে বোসে ধোঁয়াই ;

শীত কালেতে রন্ধুর পোহাই ;

আম যা বলো রাজি,—দোহাই, হাসির গানটা (কেবল ঐ)

হাসির গানটা ছেড়ে দিছি ।

হাসির গানত গাইতে বলো—তোমারত বেশ হেসে নিলে ;

ক্যাক করে কেউ ধরলে আমার—দেখবে আমার ছেলে পিলে ?

তোমরা হেসে বাড়িগেলে,

আমি চৈঁচিয়ে চম্চাম জেলে,

তোমরা দশজনে কাঁঠাল খেলে আমার গলায় (বেচারী) আমার
গলায় বাধে বীচি ।

I THOROUGHLY AGREE.

রেবেকা । আমি চিরকাল unmarried থাকতাম যত্নপিও,
সেটা,

চম্পটী । It would have been far preferable,
't would have been much better.

রেবেকা । তোমায় marry করা was an act of great
mistake, for me.

চম্পটী । In this view of the case, my love !
I thoroughly agree.

রেবেকা । I thoroughly agree—

চম্পটী । I thoroughly agree—

উভয়ে । In this view of the case, my love—
I thoroughly agree.

রেবেকা । It was a great mistake to marry ধোরে
একটা pauper.

চম্পটী । The more so, O my love ! when you
yourself had not a copper.

রেবেকা । Tremendous sad mistake, my darling !—
very sad, I see.

চম্পটী । In this view of the case, my love !—
I thoroughly agree.

বেবেকা । I thoroughly agree.—

চম্পটি । I thoroughly agree.—

উভয়ে । In this view of the case, my love !—

I thoroughly agree.

বেবেকা । এই love এর প্রথম stage টাই ভালো,

—whispers, hugs, and kisses.

চম্পটি । The charm is not so great as soon as you

become a Mrs.

বেবেকা । The case becomes more complicated on

the contrary ;—

চম্পটি । In this view of the case, my love !—

I thoroughly agree.

বেবেকা । I thoroughly agree—

চম্পটি । I thoroughly agree—

উভয়ে । In this view of the case, my love !—

I thoroughly agree.

বেবেকা । You may give me a thousand kisses,

and be mine for ever ;

চম্পটি । চাই something more substantial

কিন্তু মুখের মধ্যে দেবার ।

বেবেকা । You are as wise as Solomon, though not

so rich as he—

চম্পটি । In this view of the case, my love !—

I thoroughly agree.

রেবেকা । I thoroughly agree—

চম্পটি । I thoroughly agree—

উভয়ে । In this view of the case, my love !—

I thoroughly agree.

রেবেকা । এই marry কোরে না হোক কোন অগ্র কার্য সিদ্ধি,

চম্পটি । But annually একটি কোরে হচ্ছে বংশবৃদ্ধি ;

উভয়ে । Whatever difference of opinion

there may be—

In this view of the case, my love !—

I thoroughly agree.

রেবেকা । I thoroughly agree—

চম্পটি । I thoroughly agree—

উভয়ে । In this view of the case, my love !—

I thoroughly agree.

চাকরি করা হয়রাণী ।

সকলে । মোরা সবাই ঠিক করেছি যে চাকরি করা হয়রাণী ।

নাপিতানী । মুই নাপিতনী ।

ধোপানী । মুই ধোপানী ।

মেছুনী । মুই মেছুনী ।

ময়রানী । মুই ময়রানী ।

নাপিতানী । মোদের নকরি করে' গুজরাণে আর মন উঠেনা সই ।

ধোপানী । মোরা চাই, শয়ন কোরে নয়ন মুদে, বিভোর হয়ে রই ।

মেছুনী । নাই কি উপায় চাকরি কর বৈ—

হাসির গান ।

ময়রানী । বলি খেটে খেটে হইছিল কি তৈরি এ চাঁদ মুখখানি ।

নাপিতানী । হেন্দিয়ে নয়ন বাঁকা, অবহেলে করি ভুবন জয় ।

ধোপানী । আমরা রাজা আমীর উমীর—কারে করিনাক ভয় ।

মেছুনী । মোদের ক্বিলা চাকরি করা সয় ?

ময়রানী । এখন, কর্তে হবে সহজ একটা নূতন উপায়

আমদানি ।

নাপিতানী । ঐ লো মধুর স্বরে বাজছে বাঁশি, আর কি থাক

যায় ।

ধোপানী । আহা, বিধির ভুলে দ্বাপর যুগে জন্ম হইনি হায় ।

মেছুনী । ওলো, তোরা সব আসবি যদি আয় ।

ময়রানী । আমরা সব হাসির ঘটায় রূপের ছটায় মাতিয়ে

দেবো রাজধানী ।

